অহল্যাবাঈ।

ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক।

["ষ্টার" থিয়েটারে অভিনীত]

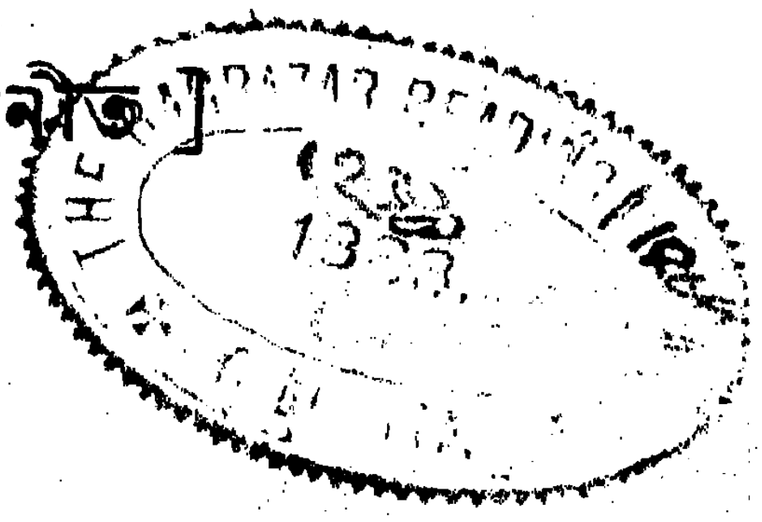

প্রথম অভিনয় রজনী—

শনিবার, ৩০শে শ্রাবন, ১৩২১ সাল।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

১৪৪।২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
"রামকৃষ্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস" হইতে
শ্রীহরলাল হালদার কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
১৩২১।

মূল্য এক টাকা।

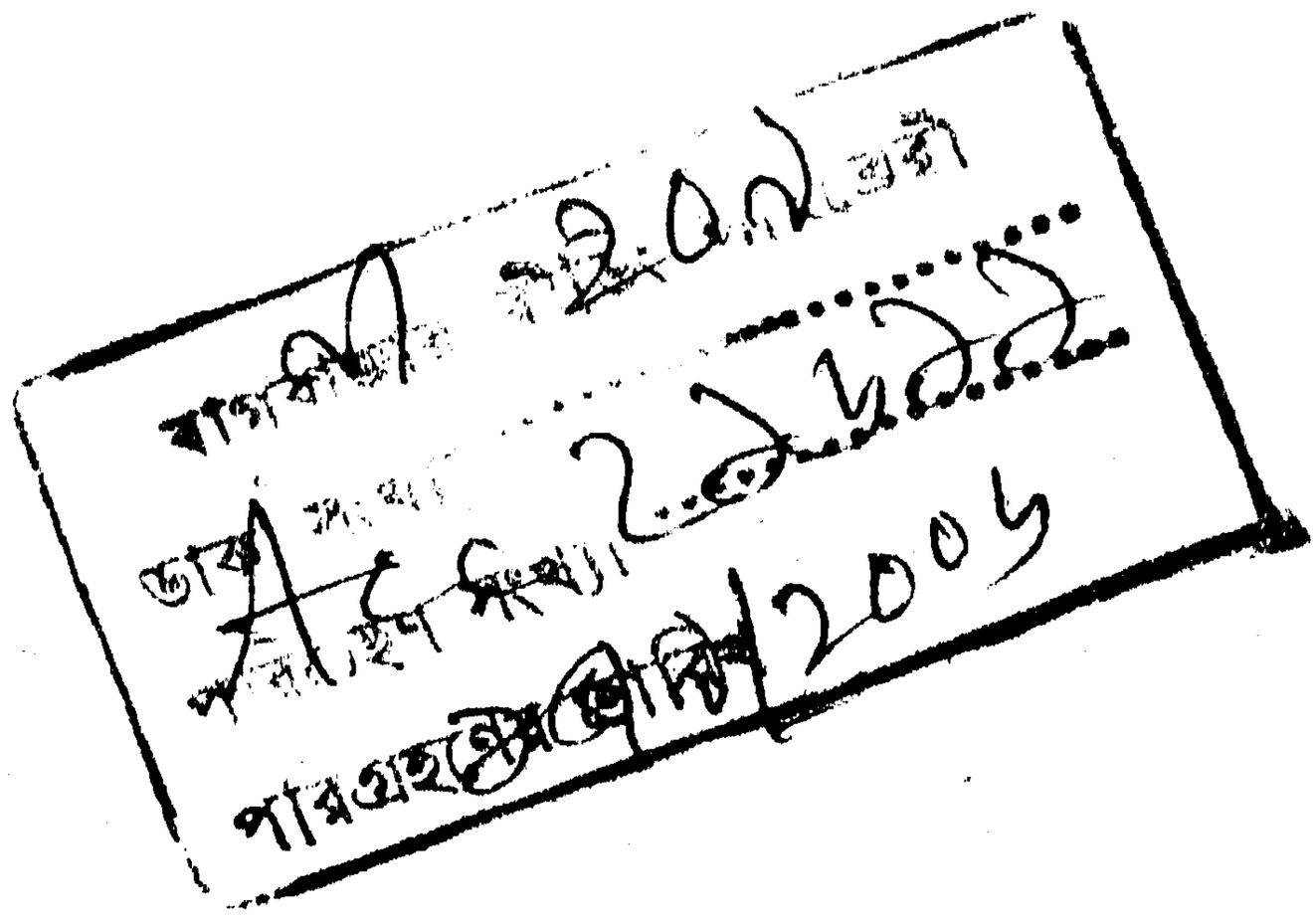

উৎসাহে অতি সত্বর আর একখানি আদর্শ মহারাষ্ট্রীয়-চরিত্র লইয়া নাট্য-প্রিয় সুধীবৃন্দকে অভিবাদন করিবার ইচ্ছা রহিল।

"অহল্যাবাঈ" প্রকাশে অযথা বিলম্ব ঘটায়, যাঁহারা সুদূর মফঃস্বল হইতে ঘন ঘন টেলিগ্রাম ও পত্র পাঠাইতেছিলেন, দলে দলে যাঁহারা প্রত্যহ অফিসে আসিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিতেছিলেন, আমি তাঁহাদের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। ইতি

নাট্য-মন্দির কার্য্যালয় ;—
১৪৪।২-নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
শনিবার—৯ই আশ্বিন,
শারদীয়া—সপ্তমী,
১৩২১ সাল।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

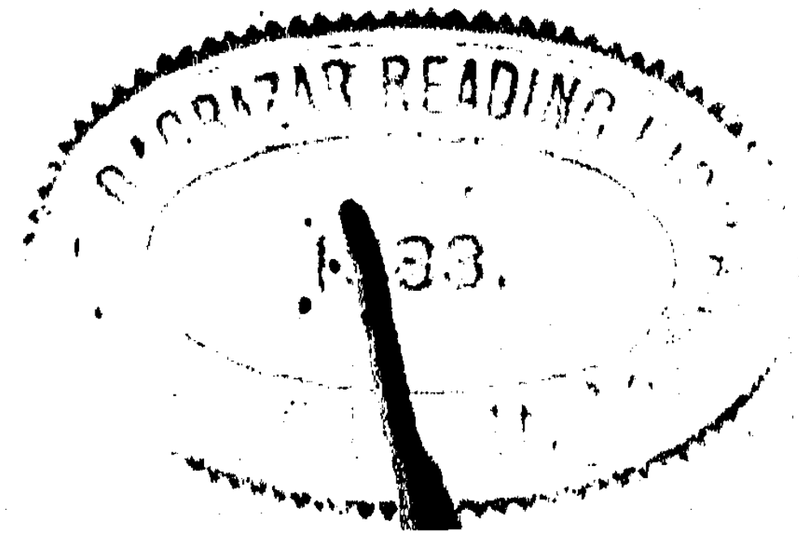

হইয়া—ত্যাগের আদর্শ লইয়া—বন্ধুত্বের গৌরব রক্ষার্থ বদ্ধ-পরিকর হইয়া—আমাকে সেই বজ্র-বারণের শক্তি দান করিয়াছিলেন। তাহারই প্রভাবে আজ আমার কর্ম্ম-জীবন-তরু সর্ব্ব আপদ মুক্ত—নব বলে দৃপ্ত। সংসারে আমার প্রতিষ্ঠার জন্য—আমার শ্রীবৃদ্ধির জন্য—আমার কল্যাণের জন্য,—আপনি আপনার হৃদয়ের শেষ শোণিতবিন্দু পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত, অথচ তাহার বিনিময়ে ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ ব্যতীত আর কিছুরই প্রার্থী নহেন! এমন—মহত্ব, এমন নিস্বার্থ-স্বভাব, এমন বন্ধুবাৎসল্য—বর্ত্তমান যুগে সম্পূর্ণ দুর্লভ,—কিন্তু যাহার প্রাণে কিছু মাত্র সত্ত্বা আছে—সে কখনও কৃতজ্ঞতা প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে না;—তাই—আপনার উদ্দেশে চিরপ্রদত্ত আশীর্ব্বাদী পুষ্পের উপর আমার জীবন-তরুর প্রফুল্ল পুষ্প—অহল্যাবাঈ—আপনার করকমলে অর্পণ করিয়া বড় তৃপ্তি—বড় সান্ত্বনা অনুভব করিতেছি! "আশীর্ব্বাদ" ও "উৎসর্গ"—এই উভয় জিনিসের অর্থ যাহাই হউক—বৈষম্য বড় অধিক নাই! সুতরাং আশীর্ব্বাদের ন্যায়—আমার এ দান গ্রহণ করিতে বোধ হয়-আপনার আপত্তি নাই! ইতি—

গুণমুগ্ধ "নাট্যকার।"

জয়উদ্দীন ... দিল্লীশ্বরের প্রধান উজীর।

মল্লপতি ... ভীল দলপতি।

গুপ্তচর, পুরোহিত, সৈন্যগণ, মন্ত্রী, ভীল-বালক,
পারিষদগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

অহল্যাবাঈ ... জহুজির কন্যা।

তুলসী ... জহুজির পালিতা।

যমুনাবাঈ ... গোবিন্দপন্থের পত্নী।

নারায়ণী ... গোবিন্দপন্থের কন্যা।

গঙ্গাবাঈ ... ভিখারিণী (সিন্ধিয়া রাজবংশের কন্যা।)

তারাবাঈ ... তুকাজীর মাতা।

নর্ত্তকীগণ, অহল্যা-সঙ্গিনীগণ, বাইজীগণ ইত্যাদি।

অহল্যাবাঈ

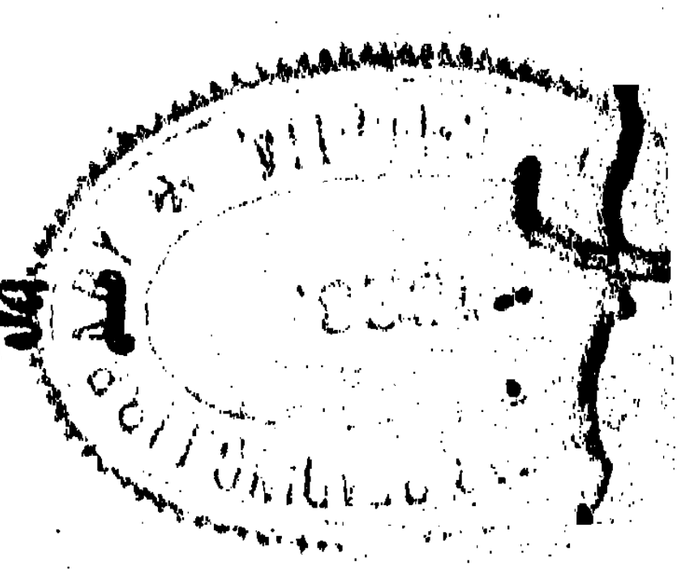

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মথুরা—জহুজীর বাটী। কাল—প্রভাত।

জহুজী সিন্ধিয়া ও সূর্য্যমল।

সূর্য্যমল।—সিন্ধিয়া সাহেব! কথাটা কি তা'হলে সত্য?

জহুজী।—কি কথা ভাইসাহেব?

সূর্য্যমল।—এই আপনার কন্যার বিবাহের কথা; শুনছিলেম—আপনি নাকি ইন্দোরের রাজকুমারের সঙ্গে অহল্যার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেছেন!

জহুজী।—হাঁ ভাইসাহেব—এ কথা সত্য,—সত্যই ইন্দোরের রাজকুমারের সঙ্গে অহল্যার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছে—বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির হয়ে গেছে।

সূর্য্যমল।—বটে! আমার বন্ধু—দিল্লীশ্বরের ওমরাহ সোমনাথের সঙ্গে হ'ল অহল্যার বিবাহের সম্বন্ধ, আর এখন আপনি তাড়াতাড়ি সেটা চাপা দিয়ে, একবারে ইন্দোরে গিয়ে আর একটা সম্বন্ধ করে বসলেন।

ইন্দোরের হোলকার দিল্লীশ্বরের পরম শত্রু, আপনি দিল্লীশ্বরের প্রজা ; তাঁর শত্রুর সঙ্গে আপনি সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারেন না।

তুলসী।—ইন্দোরের হোলকার দিল্লীশ্বরের শত্রু হ'তে পারেন, কিন্তু আমার পিতার সঙ্গে তাঁর কিছুমাত্র শত্রুতা নেই, বরং বন্ধুত্ব আছে ; সামাজিক কার্য্যে—পুত্র-কন্যার বিবাহ-ব্যাপারে দিল্লীশ্বরের হস্তক্ষেপনের কোন অধিকার নেই।

সোমনাথ।—তুমি চুপ করো।

জহ্নুজী।—ওর ওপর বীরত্ব-প্রকাশ ক'রে কোনো ফল নেই ভাই সাহেব! তুলসী বড় খাঁটি কথা ব'লেছে ; ওর কথার সঙ্গে আমার উক্তির কিছুমাত্র অনৈক্য নেই ; তোমার এ যুক্তি খাটবে না ভাইসাহেব।

সোমনাথ।—যাক্—ওসব যুক্তি তর্কের আর কোনও আবশ্যক দেখি না।—কিন্তু আপনার স্মরণ থাকে যেন—দিল্লীশ্বরের ওমরাহ আজ উপযাচক হয়ে আপনার বাড়ীতে এসে আপনার কন্যার পাণি-প্রার্থনা করছে!—আপনি এতে সম্মত আছেন কি না?

জহ্নুজী।—আমি তো আগেই বলেছি, ভাইসাহেব, এ ব্যাপারে আমি কখনই সম্মত হতে পারি না।

সোমনাথ।—উত্তম! আর আমার কিছু বলবার নেই ; সিন্ধিয়া সাহেব! আমি চল্‌লেম, কিন্তু যাবার আগে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে—এই কক্ষতলে পদাঘাত করে বলে গেলেন—এর প্রতিফল হাতে হাতে পাবেন। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দিল্লী—দেওয়ান-খাস ; কাল—রাত্রি।

নাজিমদ্দৌলা, পারিষদগণ ও নর্ত্তকীগণ।

নর্ত্তকীগণের নৃত্য-গীত।

(গীত)

হেসনা হেসনা—কাছেতে ঘেঁসোনা—
জাঁহাপনা ওলো আসরে
ট'লোনা ট'লোনা—ঢলিয়ে প'ড়না—
চেওনা চেওনা অমন ক'রে।
যৌবন-ভরে দেহ ভরপূর, রুনু রুনু ঝুনু ঝুনু বাজায়ে নুপুর,
মুকুরে দেখিব মুখ—চাহিব না পরে
তুম্-তুম্-তুম্—তা-না-না-না-না—
পরের পায়ে প্রাণবিলান,—ও'তো চাইনা ;
চাই মুক্ত-হৃদয়—শক্ত সাধন—প্রেমের মন্দিরে।

১ম পারিষদ।—স্ফুর্ত্তি চালাও—স্ফুর্ত্তি চালাও—

২য় পারিষদ।—জোর্‌সে চালাও—হরদম চালাও—

নাজিমদ্দৌলা।—সিরাজি লেয়াও—সিরাজি লেয়াও—

৩য় পারিষদ।—সিরাজি—সিরাজি দাও—জাঁহাপনাকে সিরাজি দাও।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী।—জাঁহাপনা !

নাজিমদ্দৌলা।—ও কমবখত কি ব'লে শোন তো হ্যা,—'সিপাহি' লেয়াও—

১ম পারিষদ।—এই কমবখত্ কি বলছিস ? জাঁহাপনাকে কেন জ্বালাতন করতে এসেছিস্ ?

প্রহরী।—জাঁহাপনা ! আমীর সোমনাথ বাহাদুর দেখা করতে চান।

নাজিমদ্দৌলা।—আসতে বল্।—

[প্রহরীর প্রস্থান।

সোমনাথ ও সূর্য্যমলের প্রবেশ।

উভয়ে।—তসলিম জাঁহাপনা !

নাজিমদ্দৌলা।—আরে এসো ;—খবর কি ?

সোমনাথ।—খবর বড় ভাল নয় জনাব !—আমার আশার মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছে।

নাজিমদ্দৌলা।—সে কি ?

সোমনাথ।—জহুজি সিন্ধিয়া আমার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান ক'রে মলহররাও হোলকারের পুত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেওয়া স্থির করেছে।

নাজিমদ্দৌলা।—বল কি ? তোমার সঙ্গেই তো তার সম্বন্ধ স্থির হয়েছিল !

সোমনাথ।—হয়েছিল; কিন্তু হোলকারের হুকুমে জহুজি আমার সঙ্গে সম্বন্ধ-স্থাপনে রাজি নয় : সে আমার মুখের ওপর স্পষ্ট ক'রে বলেছে——, একটা তাঁবেদারের সঙ্গে আমি কন্যার বিবাহ দোব না

সেখানে আর স্থির থাকতে না পেরে—এখানে ছুটে এসেছি।

মলহর।—আপনি আমার বিরুদ্ধে কি চক্রান্তের কথা অবগত হয়েছেন?

লক্ষ্মী।—মহারাজ যে দিল্লীশ্বরের অধিকারে পদার্পণ করেছেন—এ সংবাদ বর্ত্তমান দিল্লীশ্বরের কর্ণগোচর হয়েছে, মহারাজকে ধ্বংশ করবার জন্য তিনি ত্রিশ হাজার বাদশাই ফৌজ পাঠাবার হুকুম দিয়েছেন। তাদের প্রতি বাদশাহের আদেশ হয়েছে—আপনাকে যেন কোন মতে মথুরায় প্রবেশ করতে দেওয়া না হয়।

মলহর।—কারণ?

লক্ষ্মীকান্ত।—তার কারণ এক হিন্দু পরিবারের সর্ব্বনাশ-সাধন! আপনি হিন্দুচুড়ামণি;—হিন্দুরমণীর নিগ্রহকাহিনী শুনলে আপনি অস্থির হয়ে উঠবেন!—মহারাজ! বলতে বুক ফেটে যায়—বর্ত্তমান দিল্লীশ্বরের আদেশে তার পার্শ্বচর সোমনাথ মথুরাবাসী জহুজির কন্যা—আপনার বাকদত্ত পুত্রবধূ অহল্যাবাঈকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করতে গেছে; মথুরা-প্রবেশে আপনাকে বাধা দেবার জন্য ত্রিশ হাজার বাদশাহী ফৌজ বন্যার মতন ছুটে আসছে! মহারাজ যদি এই দণ্ডে অগ্রগামী না হন—তাহলে সর্ব্বনাশ হবে, সব পণ্ড হবে।

মলহর।—বাদসাহী ফৌজ কতদূর পর্য্যন্ত এগিয়ে এসেছে—তা আপনি বলতে পারেন?

সোমনাথের প্রবেশ।

সোমনাথ।—নারায়ণী!—এ কি! কি ভাবছো?

নারায়ণী।—কি ভাবছি—তা কি ক'রে বলবো? কি ভাবছি শুনবে?—আমি আমার বাপ-মাকে কি ক'রে মুখ দেখাব!

সোমনাথ।—নারায়ণী! স্থির হও; আমি জানি—আমিই অপরাধী, আমারই প্ররোচনায় তুমি তোমার পিতামাতার অজ্ঞাতে আমাকে আত্মদান করেছ; কিন্তু প্রিয়তমে, তোমার প্রতি আমার অকৃত্রিম ভালবাসা মনে করে আমায় ক্ষমা করো।

নারায়ণী।—আমি বড় দুঃখিনী; আমি তোমায় ভালবাসি, তোমার ভালবাসা পাবার জন্য—সংসারের ভেতর যত কিছু কাজ আছে, আমি সবই করতে পারি; কিন্তু আমি বড় অসুখী, আমার অসুখের অন্ত নেই।

সোমনাথ।—নারায়ণী! তবে কি তুমি আমাকে অবিশ্বাস করো?

নারায়ণী।—ক্ষমা কর, অমন কথা মুখে এনো না; আমি তোমায় অবিশ্বাস করি নি—তোমার সততায় আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ হয় নি: তবে আজ একটা বড় মর্ম্মভেদী জনরব শুনেছি। সে জনরব তোমারই সম্বন্ধে: তা শুনে অবধি আমি অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছি;—এখনো আমি সে জনরবে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে পারিনি—কেননা তোমার মুখে শুনিনি বলে! তাই আমি তোমাকে এত তাড়াতাড়ি ডেকেছি।

সোমনাথ।—আমার সম্বন্ধে তুমি কি জনরব শুনেছ নারায়ণী ? স্বচ্ছন্দে বল, যদি সত্য হয়—নিশ্চয়ই আমি তা স্বীকার করব।

নারায়ণী।—সে কথা কি করে বলবো—বলতে গেলে মুখে বেধে যায় ! জহ্নুজি সিন্ধিয়ার কন্যাকে——

সোমনাথ।—ওঃ—বুঝতে পেরেছি নারায়ণী, আর তোমাকে বলতে হবে না, আমিই সব বলছি। মথুরামর রাষ্ট হয়েছে বটে—আমি জহ্নুজীর কন্যাকে বাহুবলে হরণ করবার চেষ্টা করছি।

নারায়ণী।—বল—তুমি, এ জনরব মিথ্যা ?

সোম।—তাই বা কি করে বলি ? তোমার কাছে আমি মিথ্যা বলতে পারি না। যা রটে—তা বটে ; যা রটেছে—তা ঘট্‌বে—এটা স্থির ; তবে তুমি আশ্বস্ত থেকো নারায়ণী—যে এ হরণের সঙ্গে আমার প্রণয় বা বিবাহবন্ধনের কোনো সম্বন্ধ নেই।

নারা।—তবে তাকে হরণ করবার উদ্দেশ্য কি ? সুন্দরী যুবতীকে পূজা করবার জন্য কেউ তো হরণ করে না।

সোম।—এ হরণের উদ্দেশ্যের সঙ্গে রাজনীতির সম্বন্ধ আছে। আমি এ ক্ষেত্রে মহাভারতের শিখণ্ডী মাত্র ; আমাকে সম্মুখে স্থাপন করে কোন শক্তিমান অহল্যার ওপর শরত্যাগ করছে—এটা স্থির জেনো ; আমার এতে কোন হাতই নেই, আমি উপলক্ষ মাত্র।

গুরু।—এসো মা এসো—চিরায়ুষ্মতি হও; আশীর্ব্বাদ করি মা—আজ যে সিঁদুর সীমন্তে দেবে—তা যেন অক্ষয় হয়,—যে লৌহবলয় আজ হাতে দেবে—তা যেন বজ্রের মত দৃঢ় হয়,—তোমার সুনাম যেন ভারতময় ব্যাপ্ত হয়।

পুরোহিত।—আমি আশীর্ব্বাদ করি মা,—আজ এই হুলুধ্বনী শঙ্খধ্বনি পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে যাঁকে তুমি আত্মদান করবে,—তিনি যেন রাজরাজেশ্বর হন,—তোমাদের জীবন যেন মধুময়—পুষ্পময় হয়।

সূর্য্যমল, সোমনাথ ও সৈন্যচতুষ্টয়ের প্রবেশ ;—

বরাসনে সোমনাথের উপবেশন।

সূর্য্যমল।—পুরোহিত ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ কখনো মিথ্যা হবার নয়। অহল্যা! ওই কন্দর্পলাঞ্ছিত সুপাত্রের হস্তে ঈশ্বর সাক্ষ্য ক'রে তুমি আত্মদান করো; সঘনে শঙ্খ বেজে উঠুক, পুরবালা হুলুধ্বনি দিক, দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করুক,—তোমাদের দাম্পত্য-জীবন মধুময়, পুষ্পময় হোক!

জহ্নুজি।—য়্যাঁ—ও কে—সূর্য্যমল—ভাইসাহেব—তুমি? ওকি—ও কে—ও কে—আমার জামাতার আসনে ও কে—

সূর্য্যমল।—আপনার জামাতা—সোমনাথ বাহাদুর।

জহ্নুজি।—আমার জামাতা সোমনাথ বাহাদুর—না নরকের কুক্কুর আমার দেবরূপী জামাতার পবিত্র আসনে এসে বসেছে!—সোমনাথ! সোমনাথ! ভাইসাহেব! বলে—বলো, তুমি আমার সঙ্গে পরিহাস করতে এসেছ!

সোমনাথ।—না সিন্ধিয়া সাহেব! পরিহাস করতে আসিনি—

সমগ্র হিন্দুস্থানের একচ্ছত্র সম্রাট—দিল্লীর বাদশাহ—শাহানশা নাজিমদ্দৌলা আহম্মদশার আদেশে আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করতে এসেছি।

গুরু।—বাপু, আমি শাস্ত্রাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ—সিন্ধিয়া সাহেবের কুলগুরু; আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই,—বাদশা দেশের রাজা—সমাজের রাজা নন, সমাজের রাজা ব্রাহ্মণ; সমাজপতি ব্রাহ্মণের অনুমতি নিয়েই সিন্ধিয়া সাহেব এ বিবাহের আয়োজন করেছেন; দিল্লীশ্বরের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবার কি অধিকার আছে?

সোমনাথ।—দিল্লীশ্বর দেশের ঈশ্বর—আইনের ঈশ্বর; এ বিবাহ পণ্ড করবার দিল্লীশ্বরের যথেষ্ট কারণ আছে—অধিকার আছে—ক্ষমতাও আছে।

জহুজি।—আর আমি কন্যার পিতা, দিল্লীশ্বরের মুখের কথা অগ্রাহ্য করবার আমারও যথেষ্ট ক্ষমতা আছে।

সূর্য্যমল।—শুধু মুখের কথা নয় সিন্ধিয়া সাহেব, দিল্লীশ্বরের স্বাক্ষরিত বাদশাহী পরোয়ানাও আছে।

জহুজি।—ও পরোয়ানায় কি লেখা আছে?

সূর্য্যমল।—সোমনাথের হস্তে আপনার কন্যাকে অর্পণ করবার আদেশ লেখা আছে। এই নিন—প'ড়ে দেখুন। [প্রদান।

অহল্যা।—বাবা! ও পরোয়ানা ছিঁড়ে ফেলুন; যে নরাধম একজন ধর্ম্মপ্রাণ প্র[illegible] অন্যায় আদেশ জানাতে সাহস করে—সে বাদশাহ নয়—দস্যু, তার পরোয়ানার কোন মূল্য নেই।

জহুর্জি।—অস্ত্র নিয়ে আয়—অস্ত্র নিয়ে আয়—আমার অস্ত্র নিয়ে আয়—

অস্ত্র হস্তে তুলসীর প্রবেশ।

তুলসী।—বাবা! বাবা! এই নাও অস্ত্র—এই নাও অস্ত্র—অস্ত্র নিয়ে আত্মমর্য্যাদা—কন্যার মর্য্যদা—বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করো; আমিও সশস্ত্র হয়ে এসেছি—রণরঙ্গিনী কিরীটেশ্বরীর হাতের খড়্গ কেড়ে নিয়ে এসেছি—মা করালীর এই করাল খড়্গ হাতে ক'রে রণোন্মাদিনী চামুণ্ডার বেশে মুক্ত কেশে কক্ষভ্রষ্ট নক্ষত্রের গতিতে শত্রুর তরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ি! দেখি কার সাধ্য—আমাদের কাছ থেকে অহল্যাকে কেড়ে নেয়—

অহল্যা।—তুলসি! তুলসি! ভগিনী! নিরস্ত হ'—নিরস্ত হ',—আজ শুভ দিন—এদিনে রক্তপাত করতে নেই, তাতে অমঙ্গল হবে; বিনারক্তপাতে যে কার্য্য সম্ভব হ'তে পারে—সে কার্য্য-সাধনে রক্ত কেন বোন! বাবা! নারায়ণ আমাদের সহায়—সুদর্শন আমাদের রক্ষক।

সূর্য্যমল।—অপদার্থ ভীরুগণ! এখনো তোরা আদেশ পালনে ইতঃস্তত করছিস্?

সৈন্যগণ।—ধরো—পাকড়ো—

অহল্যা।—বৎসগণ! পুত্রগণ! বীরগণ! তোমরা মানুষ; তোমাদেরও প্রাণ আছে, তোমাদের সংসার আছে; সে সংসারে তোমাদের মা আছে—তোমাদের ভগিনী আছে—তোমাদের কন্যা আছে—তোমাদের আপদ্ বিপদ আছে—ধর্ম্ম-

মলহররাও, কুন্দরাও ও লক্ষ্মীকান্তের প্রবেশ

মলহর।—এখনো তিন জন বাকি—এখনো তিন পিশাচ জীবন্ত,—মারো;—পুত্র, তুমি পথরোধ করো,—লক্ষ্মীকান্ত—সিন্ধিয়া সাহেবকে দেখো,—আর আমি হাতে হাতে সঙ্গে সঙ্গে এদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি! (যুদ্ধ, মলহরের অস্ত্রাঘাতে ৪র্থ সৈন্যের পতন; সোমনাথ ও সূর্য্যমলের পরাভব স্বীকার।) এইবার দুষ্কর্ম্মের দু'জন নায়ক—ব্যাস—তা'হলেই কাজ শেষ! (পিস্তল ধারণ পূর্ব্বক) ব্যাস—এইবার—এইবার প্রস্তুত হও—মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও মানুষ ম'রে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে—তোমরা বড় ভাগ্যবান—তোমাদের পাপের সীমা আসমান ছাড়িয়ে গেছে—তাই জীবন্ত তোমরা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারছো—

সূর্য্যমল।—রক্ষা করুন—রক্ষা করুন—মারবেন না—দোহাই আপনার—আমাদের রক্ষা করুন—

মলহর।—রক্ষা করবো? তোমাদের মতন নরাধমকে রক্ষা করে আমি আবার অধর্ম্মের—অনাচারের সঙ্গীবৃদ্ধি করবো? না—তা হবে না—আমি তোমাদের রক্ষাকর্ত্তা নই;—আমি তোমাদের সংহারকর্ত্তা—তোমাদের সংহার করতে এসেছি।—

সোমনাথ।—আমরা অপরাধী—আমরা আপনার কাছে মার্জ্জনাপ্রার্থী, আমাদের মার্জ্জনা করুন—আমাদের ক্ষমা করুন।

আমি অভাগিনী এখনো বেঁচে আছি,—এরই জন্য লোক-লজ্জা ত্যাগ ক'রে মান-মর্য্যাদা ভুলে গিয়ে দরবারে এসে দাঁড়িয়েছি!—এই বালক আমার পুত্র—আপনার ভ্রাতার পুত্র—আপনার বংশের দুলাল; আপনার সিংহাসনের তলায় আমি একে রাখছি—আপনি একে আশ্রয় দিন—এই আমার প্রার্থনা।

মলহর।—মা! এ বালককে আমি বুকে তুলে নিলেম; তোমার পুত্র তুকাজি আর আমার পৌত্র মালিরাও এক বক্ষে স্থান পাবে।

তুকাজি।—উঃ—মহারাজ বুক জ্বলে যাচ্ছে—বাবার হত্যাকাণ্ড যেন এখনো দেখ্‌তে পাচ্ছি,—ডাকাতরা যেন তাঁকে খুঁচে খুঁচে মারছে!—

তারা।—উঃ—কি সে ভীষণ দৃশ্য!—ঘোরা ভয়ঙ্করা রাত্রি, সকলে ঘুমুচ্ছে! ওই হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠলো—ওই দেখো চারিদিকে অগ্নিকাণ্ড! স্বামী আমার নিদ্রিত,—ওই দস্যুরা বাঘের মতন তাঁকে আক্রমণ করছে—ওই দেখো খুঁচে খুঁচে মারছে—ওই দেখো রক্তের ফোয়ারা ছুটছে! উঃ কি দৃশ্য—কি দৃশ্য! আর দেখতে পারি না—আর সইতে পারি না—আর থাকতে পারি না! স্বামি! স্বামি! প্রভু! দেবতা! দাঁড়াও—দাঁড়াও—আমি যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি! মহারাজ—প্রতিশোধ! তুকাজি—প্রতিশোধ!—আমি যাই—আমি যাই—তাঁর কাছে যাই।

করেছে,—আমরা রাজহত্যার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে চাই।

মলহর।—আমার ভ্রাতার অনুরক্ত প্রজাগণ! সত্যই কি তোমরা তোমাদের পিতৃতুল্য রাজার শোচনীয় হত্যার প্রতিশোধ নিতে চাও?

সকলে।—চাই—প্রতিশোধ চাই।

মলহর।—এর জন্য জীবনপাতে প্রস্তুত?

সকলে।—প্রস্তুত।

মলহর।—যে রাজার রাজ্যে এমন প্রভুভক্ত—এমন রাজভক্ত—এমন বিশ্বস্ত প্রজার বাস, সে রাজাকে বিদ্রোহীদের অস্ত্রাঘাতে প্রাণ দিতে হ'ল কেন—আমি তা বুঝতে পারছি না।—শোনো তোমরা—ভরতপুরের বিদ্রোহ-দমনে আমি তোমাদের সাহায্য গ্রহণ করব, আমি তোমাদের প্রতিশোধ নেবার অবকাশ দোব; প্রতিশোধ নেবার জন্য—তোমাদের পিতৃতুল্য রাজার হত্যাকারীদের ধ্বংশ করবার জন্য—তোমরা যদি রাক্ষসের মূর্ত্তি ধারণ করো—বিদ্রোহীদের শোণিতস্রোতে ভরতপুর প্লাবিত করো—তাতেও আমি আপত্তি করব না। গোবিন্দপন্থ!. আপনি এঁদের ইন্দোর-দুর্গে নিয়ে যান; ভরতপুরের অভিযানে এঁরা আমাদের সহকারী। এবার যে রণভেরী নিনাদিত হবে, তার ফলে হোলকারের অধিকারে আর বিদ্রোহীর এক প্রাণীরও অস্তিত্ব থাকবে না।

ও প্রণয়ে, গল্পে ও আনন্দে—যেন মধুর মিলন স্বপ্নের মতন—বসন্তের সুধাময় মলয়-হিল্লোলের মতন—শরতের রজত-শুভ্র রজনীর মতন কেটে গেছে ; এখন তুমি পুত্রের পিতা ; বিলাস-কুঞ্জে আমোদ-উল্লাস এখন আর তোমার পক্ষে শোভা পায় না ! মহাপ্রাণ পিতা—এ বয়সে এখনো অসুর-শক্তিতে রাজ্যশাসন করছেন, এক দণ্ড নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করেন—এমন অবকাশটুকুও তাঁর নেই ; তাঁর—পুত্র তুমি ;. তোমার কি কর্ত্তব্য নয় প্রভু তাঁর অনুমতি নিয়ে তাঁর কার্য্যভার নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করা ?

কুন্দ।—অহল্যা ! অহল্যা ! প্রিয়তমে ! আমি তোমার উপদেশ গ্রহণ করব !—তোমারই সাহচর্য্যে আজ আমার ন্যায় বিলাসীর জীবন-স্রোত সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়েছে। আজ আমার মোহের অবসান,—আমি আজ জাগ্রত, আমি আজ কর্ম্মপথের কর্ম্মী পান্থ ! কর্ম্মের সন্ধান এখন আমার প্রধান কর্ত্তব্য !

মলহররাওয়ের প্রবেশ।

মলহর।—কর্ম্ম তোমার সম্মুখে পুত্র ! তুমি বড় ভাগ্যবান—তাই জেগে উঠেই কর্ম্মের সন্ধান পেয়েছ ! পুত্র ! বড় সুসময়ে তুমি জেগে উঠেছ ! আমি তোমার কালনিদ্রা ভাঙাতে এসেছিলেম, এসে দেখলেম—ভবানীরূপিণী জননী আমার—তোমার মোহঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়েছেন।

কুন্দ।—পিতা পিতা ! আজ আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়েছে —আমাকে মার্জ্জনা করুন।

গোবিন্দ।—মার্জ্জনা? কিসের মার্জ্জনা? এ আবার কি কথা মা! তুমি তো আমার কাছে কখনো কোন অপরাধ করো নি, তবে এ কথা ব'লছো কেন? কিসের জন্য তুমি মার্জ্জনার কথা বলছো, আমি তো তা বুঝতে পারছি না মা।

নারা।—বাবা সত্যই আমি তোমার কাছে অপরাধ ক'রেছি, আমার সে অপরাধ বড় গুরুতর; কিন্তু তা হ'লেও আমার মনে আশা আছে, আমি তোমার কাছে মার্জ্জনা পাবো; বল বাবা—আমায় মার্জ্জনা ক'রবে?

গোবিন্দ।—আবার সেই কথা! আবার তোমার মুখে মার্জ্জনা-প্রতিশ্রুতির প্রার্থনা! নারায়ণী! কন্যা হয়েও কি তুমি আমার হৃদয়ের পরিচয় পাওনি? তুমি তো জান মা, আমার হৃদয় বড় স্নেহপ্রবণ! তুমি আমার একমাত্র সন্তান, একাধারে তুমি আমার পুত্র ও কন্যা! তোমার জন্য আমি চির দারিদ্র্যকে আলিঙ্গন ক'রতে পারি—যমের দণ্ডও বোধ হয় অম্লানবদনে মাথা পেতে নিতে পারি। যদি শুনি—তুমি তোমার ঘুমন্ত পিতাকে হত্যা করবার জন্য তার বুকের উপর ছুরী তুলেছিলে—কিম্বা স্বহস্তে তার সাধের সংসারে আগুন জ্বালিয়ে দিতে গিয়েছিলে,—এমন অপরাধেও যদি তুমি অপরাধিনী হও, তা হ'লে আমি প্রসন্নমনে সহাস্য-বদনে তোমাকে মার্জ্জনা ক'রতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু মা—আমার সুনামে—আমার পবিত্র বংশে কলঙ্ক স্পর্শ করে এমন কোন অপরাধ—এমন কোন কার্য্য যদি তোমার দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে তা'হলে আমার কাছে তার মার্জ্জনা নেই

অহল্যা।—প্রভু! এই উদ্দেশ্য নিয়েই তোমার সঙ্গে রাজধানী থেকে সুদূর সমর-প্রাঙ্গণে এসেছি; তোমারই অনুমতি নিয়ে আমার সঙ্গিনীদের সঙ্গে যুদ্ধান্তে ভীষণ সমরক্ষেত্রে এসে আহত মরণাপন্ন সৈন্যদের শুশ্রূষা করেছি। এখানে এসে প্রথমে যা দেখেছিলুম প্রভু—তাতে প্রাণ ফেটে গিয়েছিল! বিশাল প্রান্তরের চতুর্দ্দিকে স্তূপীকৃত দেহ; কেউ হত, কেউ বা আহত, দারুণ প্রহারে নির্জ্জীত হয়ে অনেকে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে পড়ে মরণ চীৎকার করছিল; কেউ চায়—একটু তৃষ্ণার জল, কেউ চায়—এক মুষ্টি ক্ষুধার অন্ন, কেউ চায়—একটু মুক্ত স্থান, কেউ চায়—একবার জন্মের মতন স্ত্রীপুত্রের দর্শন! দুর্ভাগাদের আর্ত্তনাদে আকাশ ফেটে যাচ্ছিল, কেউ তাদের দিকে ফিরে চায়নি—কেউ তাদের প্রার্থনায় কাণ দেয়নি! আমরা তাদের মুক্ত করেছি, শিবিরে নিয়ে গিয়ে তাদের মুখে তৃষ্ণার জল, ক্ষুধার অন্ন দিয়েছি; আজ সেখানে গিয়ে দেখো—সহস্র সহস্র আহত মরণাপন্ন প্রাণী মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে আবার সবল সুস্থ হয়ে উঠে বসেছে; তাদের মুখে আবার প্রতিভার অরুণরাগ ফুটে উঠেছে; তারা সব শত্রুসেনা, কিন্তু আজ শত্রুতা ভুলে গিয়ে আমাদের দলভুক্ত হয়েছে—আত্মোৎসর্গ করেছে! প্রভু! আমাদের কার্য্যে হিতই হয়েছে, অন্যায় কিছু হয়নি।

কুন্দ।—সব বুঝলেম; কিন্তু অহল্যা—সত্য কথা বলতে কি

গীত।

মোরা রণরঙ্গিণী—বধূ-রাণী-সঙ্গিণী—নহিহে
ননীর পুতলী।
শান্তিতে শান্ত মমতাময়ী—সমরে
বিষম বিজলী।
আসে যদি অরি—কিবা তাতে ভয়,
বীরাঙ্গণা মোরা—রণেতে দুর্জ্জয়,
করে কপালিনী হবেন উদয়—
সন্ সন্ সন্ ছুটবে গুলী।
ধর্ম্মের তরে দৃপ্ত দেহ—পুষ্ট মোদের প্রাণ,
নাসারন্ধ্রে অগ্নি ছোটে—শত্রু কম্পমান,
তুলে দিতে করে বিজয় নিশান—
আসিবে আপনি জননী কালী॥

কুম্ভ।—না, আর আমার অবিশ্বাস নেই: তোমরা মনে করলে যে অসাধ্য-সাধন করতে পার—তাতে আর সন্দেহ নেই! অহল্যা! আর আমি তোমার কোনো সদনুষ্ঠানে বাধা দোব না।

তুলসী।—আমি এমন নির্ব্বোধ নই, যে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা না ক'রে হোলকার বংশের কুললক্ষ্মীকে অরক্ষিত সমর-ক্ষেত্রে বিচরণ করবার অবকাশ দোব।—যাক্, আমাদের কাজ শেষ হয়েছে, এখন দুর্গে চলুন।

কুম্ভ।—চলো।　　[সকলের প্রস্থান।

নারায়ণী।—তোমার জন্য আমি প্রাণত্যাগেও কুণ্ঠিত নই; বলো—কি করতে হবে?

সোমনাথ।—এখনি তা শুনতে পাবে; সে এক ভীষণ ষড়যন্ত্র; তোমাকে সে ষড়যন্ত্রের নায়িকা হতে হবে।

নারা।—ষড়যন্ত্র!—সে কি?

সোম।—ভয় পেয়ো না—আশ্চর্য্য হ'য়ো না; সত্যই ষড়যন্ত্র,—ভীষণ ষড়যন্ত্র; কিন্তু সে ষড়যন্ত্র আমার কল্যাণের জন্য, আমার জীবন-রক্ষার জন্য, সংসারে আমার প্রতিষ্ঠার জন্য; এসো শুনবে এসো।

নারা।—প্রভু! উপরে ভগবান আছেন,—ওই চন্দ্রদেব আমাদের কথার সাক্ষী হচ্ছেন,—আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করে তোমার কল্যাণের জন্য তোমার অনুসঙ্গিনী হলুম; যা তোমার ধর্ম্মে হয় তাই কোরো!

সোম।—এসো—চলে এসো!

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দুর্গ-পথ; কাল—রাত্রি।

লক্ষ্মীকান্ত।

লক্ষ্মীকান্ত।—নাঃ—গতিক বড় ভাল বোধ হচ্ছে না! কেমন যেন একটা খট্‌কা লাগছে! এক বেটা হাবিলদার এসে কুমারকে কি বললে; কুমার তার কথা শুনে শয়নকক্ষে

কুন্দরাও।—শোনো সৈনিক, আমি জানি—আমার স্ত্রীর চরিত্র নিষ্কলঙ্ক, তার হৃদয় কুসুমের মতন পবিত্র; সেই সরলতার মূর্ত্তিস্বরূপিনী পবিত্রহৃদয়া আমার পত্নীর চরিত্রে তুমি দোষারোপ করেছ; যদি এ কথা মিথ্যা হয়—যদি তার অপরাধ প্রমাণিত না হয়—যদি এই নদী-তীরে তাদের সাক্ষাৎ না পাই—তা'হলে আমি তোমাকে এমন ভীষণ দণ্ডে দণ্ডিত করবো—মানুষে যা কখনো কল্পনা করতে পারে না!

সূর্য্যমল।—উত্তম; আমি নতশিরে সে দণ্ড গ্রহণ করবো।

অতর্কিতভাবে সসৈন্য সোমনাথের প্রবেশ।

সোমনাথ।—বন্দী করো!

(ক্ষীপ্রহস্তে সৈন্যদের তথাকরণ)

কুন্দরাও।—একি সৈনিক—এ সব কি? আমি বন্দী!

সূর্য্যমল।—হাঁ—কুমার বাহাদুর! আপাততঃ আপনি বন্দী; আপনাকে বন্দী করবার জন্যই এই ফাঁদ পাতা হয়েছে! আপনার স্ত্রীর কথা সমস্ত মিথ্যা; এ সব আমাদের ষড়যন্ত্র!

কুন্দরাও।—ষড়যন্ত্রকারী ঘৃণ্য পিশাচ! এর প্রতিফল—

সোমনাথ।—কে কাকে প্রতিফল দেয়—এখনি তো বুঝতে পারবে! রাক্ষস পিতার পিশাচ সন্তান তুমি, তোমাকে আজ দণ্ডিত করে আমি বড় আমোদ পাবো। আমি কে জানো—আমি সেই সোমনাথ!

কুন্দরাও।—উঃ—বুক ফেটে যাচ্ছে—আমার হস্ত রুদ্ধ!

করেছি—বিশ্বপিতার চরণে অমার্জ্জনীয় অপরাধ করেছি—
আমার এ অপরাধের দণ্ডই—এই ! !

(কামানের আওয়াজ—গোলার আঘাতে কুন্দরা ও বৃক্ষ
হইতে বিচ্ছিন্ন ও দূরে পতন)

অহল্যার বেগে প্রবেশ ।

অহল্যা ।—এই দিক থেকে শব্দ পেয়েছি—এই দিকেই তিনি এসেছেন ; এই যে এখানে আগুন—জ্বলছে দেখ্‌ছি ! এই যে তাঁর উষ্ণীষ ! একি ! একি ! ! স্বামি ! স্বামি ! প্রভু ! দেবতা আমার ! নারায়ণ ! নারায়ণ ! কি করলে ! সতীকুল রাণী ভবানী—মা আমার ! কন্যার প্রতি একি কঠোর শাস্তি দিলে মা ? অনন্ত সুখের ওপর একি অনন্ত দুঃখের আবরণ বিস্তৃত ক'রে দিলে জননী ! স্বামী ! প্রভু ! দেবতা ! শঙ্কা-বিপদ-সঙ্কুল সংসার চিরদিনের মতন পরিত্যাগ ক'রে অনন্তধামে চৈতন্য স্বরূপিণী, অসুরনাশিনী, বরাভয়দায়িণী কুলকুণ্ডলিণীর চরণে আশ্রয় নিতে চলেছ, একা যাবে কেন প্রভু ? আমাকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে চলো ! এই যে—এই যে—এখানে আমার প্রভুর কোষের অসি পড়ে রয়েছে, এ অস্ত্র যে আমার চিরপরিচিত ! আর কেন—আর কেন—এই তো বেশ সময়—

(অস্ত্র লইয়া আত্মহত্যার উপক্রম ;—)

মলহররাওয়ের প্রবেশ ।

মলহর ।—মা ! মা ! জননী আমার—ক্ষান্ত হও, নিরস্ত হও, আত্মহত্যা ক'রোনা মা—

অহল্যা।—বাবা! বাবা!—

মলহর।—মা! মা! কেঁদোনা—চুপ করো; বলতে হবে না,—সব দেখতে পাচ্ছি, সমস্ত বুঝতে পারছি! মা! মা! পিতার সযত্ন রক্ষিত অমূল্য রত্ন তুমি, আমার সংসারে এসে আমার কুল উজ্জ্বল করেছিলে, নিয়তির নির্ব্বন্ধে আজ তুমি পতি হারা; আমি আজ একমাত্র পুত্রধন বঞ্চিত, আমার সুখের কুঞ্জ আজ দাবানলে ভস্মীভূত!!

অহল্যা।—বাবা! বাবা! বিদায় দিন;—অনুমতি করুন—আমি স্বামীর সহমৃতা হই—

মলহর।—মা! আমার সংসার-শ্মশানে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালতে—এ মুমূর্ষুর জীবনে অমৃত-বারি সিঞ্চন করতে—এ নিরাশ জীবনে আশার ফুল ফোটাতে—যদি কেউ থাকে সে তুমি! আমার চক্ষে তুমি মা বরাভয়করা ভবানী—তুমিই আমার প্রাণস্বরূপিনী! তুমি যদি মা আমাকে পরিত্যাগ করে যাও, তাহলে জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দেবার আগে—আমার মরণ সংবাদ শুনতে পাবে—হোলকার-কুলের ধ্বংস বার্ত্তা পাবে। বলো মা—কি চাও তুমি?

অহল্যা।—বাবা! বাবা! আমি বড় অভাগিনী!!

মলহর।—মা! মা! আশ্বস্তা হও, ইন্দোরে ফিরে চলো; আমাকে প্রতিশোধ নেবার অবকাশ দাও!—লুপ্ত প্রতি-হিংসা স্পৃহা এবার দ্বাদশ ভাস্কর তেজে দীপ্ত হয়ে উঠেছে! প্রজ্জ্বলিত রোষানলে পুত্রশোক আচ্ছন্ন হয়েছে!—ওই দেখো মা—আকাশের দিকে চেয়ে দেখো, সমস্ত আকাশ

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বধ্যভূমি ; কাল—প্রভাত।

বন্দী অবস্থায় সোমনাথ, সূর্য্যমল, নাজিমদ্দৌলা,—
তাহাদের ললাট লক্ষ্য করিয়া বন্দুকধারী সৈন্যত্রয় দণ্ডায়মান
মলহররাও, অহল্যাবাঈ ও তুকাজির প্রবেশ।

মলহর।—মা! এসো, দেখবে এসো ; দীর্ঘকাল ধ'রে বজ্র-ঝঞ্ঝা-উল্কাপাত মাথায় নিয়ে, সমস্ত হিন্দুস্থান ওলটপালট ক'রে আজ তোমার স্বামীর—আমার পুত্রের হত্যাকারী নর-ঘাতকদেব কবলগত করেছি,—বধ্যভূমে তাদের প্রতি ভীষণ দণ্ডের ব্যবস্থা করেছি!—মা, তুমি তা দেখবে এসো।—ওই দেখ, সেই তিন নরকের কীট। ওই দেখো—সেই তিন বিশ্বাসঘাতক দানব! ওই দেখো—ষড়যন্ত্রকারী সেই তিন পিশাচের প্রতিমূর্ত্তি! উপর্য্যুপরি বন্দুকের গুলিতে আমি এদের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করেছি—দ'গ্ধে দ'গ্ধে এদের বধ করবার সঙ্কল্প করেছি! এর চেয়ে যদি কোনো লোমহর্ষণ—এর চেয়ে যদি কোনো মারাত্মক দণ্ডের প্রক্রিয়া তোমার জানা থাকে মা—তাহলে বলো—অসঙ্কোচে অম্লানবদনে বলো—আমি এদের প্রতি সেই দণ্ডের ব্যবস্থা করি।

অহল্যা।—বাবা! আপনি যে দণ্ডের ব্যবস্থা করেছেন, এ দণ্ড-চরম-দণ্ড হলেও, এর স্থিতি ক্ষণস্থায়ী! ওই বন্দুকের একটি-

ভাগিনীকে অভয় দিয়িছি ; বাবা ! আমায় মার্জ্জনা কর্‌ন,—এদের প্রাণ ভিক্ষা দিন। বাবা ! বৈধব্য-যন্ত্রনার জ্বালা যে কি ভীষণ—তা পলে পলে বুঝছি ! আমার জন্য আর কোনো নারীকে বিধবা করবেন না !

মলহর।—ক্ষেমঙ্করী মা আমার—তুমি মানবী নও, দেবী ; মা ! মানুষের প্রার্থনায় করুণা-বিগলিত হয়ে হোলকার কখনো ন্যায্য বিচার-ব্যবস্থার অন্যথা করে নি। কিন্তু তোমার কথা—দেবীর কথা অগ্রাহ্য করবার ক্ষমতা আমার নেই ; আজ তোমার প্রার্থনায় লৌহহৃদয় বিগলিত হয়েছে ; আমি তোমার অনুরোধ রক্ষা করলেম মা,—এদের আমি এবারও ক্ষমা করলেম। কিন্তু আমার অধিকারের মধ্যে যদি কখনো এদের ছায়াও দেখতে পাই, তাহলে আমার দশবৎসরের প্রচ্ছন্ন রোষানল আবার প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে। তুকাজি,—প্রহরীদের বলো, বন্দীদের মুক্ত করে দিক।

অহল্যার প্রস্থান,—প্রহরীগণ কর্ত্তৃক বন্দীদের বন্ধনমোচন ও তাহাদের প্রস্থান।

মলহর।—তুকাজি ! এই দীর্ঘ দশ বৎসর কাল তুমি আমার সঙ্গ ত্যাগ করোনি ; সমস্ত দুর্গম স্থানে তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরছো। বৎস, তুমি কার্য্যক্ষেত্রে যে সাহস, যে বীরতা, যে সহিষ্ণুতা, যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছ, তাতে বুঝতে পেরেছি—তুমি আমার যোগ্য বংশধর। কিন্তু বৎস এক দিকে যেমন আমি তোমাকে কর্ম্মীরূপে পেয়েছি,

অন্যদিকে তেমনি আমার একমাত্র পৌত্র—কুন্দরাওয়ের কুলপ্রদীপটিকে হারিয়েছি।

তুকাজী।—কি বলছেন মহারাজ? কাকে হারিয়েছেন!—তাঁর কুলপ্রদীপ তো মালিরাও!

মলহর।—হাঁ, সেই।

তুকাজি।—তিনি তো—

মলহর।—বেঁচে আছেন—এই কথা বলছো? তিনি বেঁচে থেকেও মরে আছেন; আমি তাকে হারিয়েছি বৎস! হারানো ছাড়া আর কি বলবো? রাজধানীতে ফিরে এসে তাকে দেখেই আমি স্তম্ভিত হয়েছিলেম, তার পর তার কথা-বার্ত্তা শুনে তার আশা একবারে ছেড়ে দিয়েছি।

তুকাজি।—আপনি কি তাকে সন্দেহের চ'খে দেখেছেন মহারাজ?

—তা যদি হয়, আপনি তাকে অন্যায় সন্দেহ করেছেন।

মলহর।—মলহররাও হোলকার কাওকে কখনো অন্যায় সন্দেহ করে না।—শোনো তুকাজি, রহস্যটা শোন! আমি মালি-রাওকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেম—বৎস, তুমি এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছ, বিবেচক হয়েছ; আমার অবর্ত্তমানে তোমার জীবনের দশ বৎসর অতীত হয়েছে, কিন্তু এই দশ বৎসরে রাজধানীর গৌরবজনক কোনো কার্য্য তুমি সম্পন্ন করতে পেরেছ কি?—আমার প্রশ্নের উত্তরে মালি বললে জান? সে ম্লানবদনে উত্তর করলে,—দুটি মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করেছি; আপনার রাজধানীতে ব্রাহ্মণদের বাসস্থানের কোনো ব্যাবস্থা ছিলনা,

পেশোয়ার পুত্রের স্বার্থের যে পরিপন্থী,—আমি তার দণ্ডদাতা।

রাঘব।—মনে রেখো সেনাপতি, ভবিষ্যতে তোমাকে এর জন্য অনুতাপ করতে হবে!

সেনাপতি।—অনুতাপ করবার মতন কোনো কার্য্য আমি করি নি! আমি আমার প্রভুপুত্রের স্বার্থরক্ষা করতে এসেছি; তাঁর স্বার্থরক্ষার জন্যই আমি আপনাকে কঠোর কথা শোনাতে বাধ্য হয়েছি; তার জন্য যদি কোন অন্যায় হয়ে থাকে—সে রকম অন্যায় আচরণ আমি সহস্রবার সাধন করতে প্রস্তুত আছি।

রাঘব।—শোনো, সেনাপতি, তবে এবার মনের অভিপ্রায় প্রকাশ করি,—সত্য কথাই বলি; আজ আমি এই সিংহাসন অধিকার করতে এসেছি, কোনো বিঘ্ন-বাধা গ্রাহ্য না ক'রে আমি এ সিংহাসন অধিকার করবো।

সেনাপতি।—আর আমরা এই সিংহাসন রক্ষা করতে এসেছি; এ সিংহাসন রক্ষা করবার জন্য আমরা আমাদের শেষ শোণিতবিন্দুটুকুও রণচণ্ডীর চরণে উৎসর্গ করবো।

রাঘব।—খবরদার! এটা স্থির জেনো, [illegible] অস্ত্র ধারণ ক'রে [illegible] [illegible] দখল করতে আসি নি।

মল[illegible]ওয়ের প্রবেশ।

[illegible]।—আর আপনি কি ব'লতে চান রাঘব [illegible]—পেশোয়া-[illegible]রক্ষার জন্য যাঁরা দণ্ডায়মান, তাঁরা

শার্দ্দূলের মতন এখানে এসে দাঁড়িয়েছ ?—এই কি তোমাদের রাজভক্তির পরিচয় ?—ভাই সব ! সম্মুখে তোমাদের দুই পথ ;—হয় বিদ্রোহী রাঘব দাদাকে পরিত্যাগ ক'রে পেশোয়া-পুত্রের দলভুক্ত হও—তাঁকে পেশোয়া ব'লে ঘোষণা ক'রে তাঁর আনুগত্য-স্বীকার করো, অথবা বীরের মতন তরবারি নিষ্কোসিত ক'রে যুদ্ধ দাও ; আমরা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত।

(তরবারি নিষ্কাষণ)

সর্দ্দারগণ।—জয়—পেশোয়া মাধবরাওয়ের জয় !

১ম সর্দ্দার।—পেশোয়া ! পেশোয়া ! আমাদের মার্জ্জনা করুন, আমরা আপনার দাস।

(পেশোয়ার চরণ-তলে অস্ত্রত্যাগ)

মলহর।—রাঘবদাদা—এখন কি বলতে চান ?

রাঘব।—আর আমার কিছু বলবার নেই, আমার স্বপ্ন ভেঙে গেছে ! হোলকার সাহেব ! [illegible] মি আপনাকে চিনতে পারিনি, আমায় মার্জ্জনা করুন।

মলহর।—রাঘবদাদা ! ব্রাহ্মণ আপ[illegible] আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনি পেশোয়ার ভ্রাতা, বালক মাধবরাও আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র, [illegible]কে স্বহস্তে [illegible]াসনে বসিয়ে দেওয়া আপনারই [illegible] দাঁড়িয়ে[illegible]র আর কিছুমাত্র বক্তব্য নেই।

রাঘব।—বৎস ! বৎস ! পিশাচের প্রলোভনে পড়ে [illegible]মার প্রতি শত্রুর মতন আচরণ [illegible]ছি, পিতৃ

তুমি সামান্য লোকের কন্যা নও ; আমি তোমার পিতার পরিচয় জানতে চাই।

নারায়ণী।—আমার পিতার নাম গোবিন্দপন্থ,—তিনি মহারাজেরই একজন কর্ম্মচারী।

মলহর।—তুমি গোবিন্দপন্থের কন্যা ? তুমিই কি নারায়ণী ?

নারায়ণী।—হাঁ মহারাজ, আমিই সেই গৃহতাড়িতা কাঙ্গালিনী !

মলহর।—বুঝতে পেরেছি, রাজভক্ত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ গোবিন্দপন্থ কর্ত্তব্যের অনুরোধে পাষাণে বুক বেঁধে এমন কন্যাকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে ! উঃ—কি অদ্ভুত কর্ত্তব্যজ্ঞান ! কি প্রখর বিবেকবুদ্ধি তার ! হায় গোবিন্দপন্থ ! আগে যদি এ সব কথা আমাকে ব'লতে, তাহলে বোধ হয় ঘটনাস্রোত এতদূর প্রসারিত হ'ত না !—মা ! মা ! তুমি সতীলক্ষ্মী ! তোমার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠুর পিতা অনাদরে তোমাকে দূরে নিক্ষেপ করেছে—আজ উদার রাজা পিতার স্নেহে তোমায় ক্রোড়ে আশ্রয় দেবে : কোনো চিন্তা নেই মা তোমার ! আমি তোমার স্বামীর সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করলেম, শুধু মার্জ্জনা নয়—আজ থেকে আমি তার পিতা—তার প্রতিপালক—সাদরে আমি তাকে আশ্রয় দোব। বলো মা তোমার [illegible] কোথায় ?

[illegible] রিকা-হস্তে [illegible] প্রবেশ।

[illegible]মন।—(ছুরিকা[illegible] [illegible]রা)—[illegible] তোমার পশ্চাতে।

[illegible]হর।—উঃ [illegible] পিশা[illegible] গুপ্তহন্তা !—(ছুটিয়া গি[illegible] সোম-[illegible] টি [illegible] ণ)—নরকের কীট !—না না ক্ষমা

মহারাজ—এখনি চতুর্দ্দিকে তার সন্ধান করি—সমস্ত অরণ্য অবরোধ ক'রে তাকে বন্দী করি! দোহাই মহারাজ—আদেশ করুন—তার পরিচয় প্রদান করুন।

মলহর।—আদেশ পরে দোব, আগে তাঁর পরিচয় নিন; আমার পার্শ্বে যিনি ব'সে আছেন, এঁর কাছেই তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করুন।

গোবিন্দ।—কে এ রমণী!

মলহর।—সঙ্কোচ করবার কোনো কারণ নেই; ইনি আমার কন্যার সমান। স্বচ্ছন্দে এঁকে জিজ্ঞাসা করুন।

গোবিন্দ।—(অগ্রসর হইয়া দর্শন ও জড়িতস্বরে সবিস্ময়ে) এ কি! কে এ! নারায়ণী!

মলহর।—এঁকে এবার চিনতে পেরেছেন বোধ হয়।—এঁরই স্বামী আমার হত্যাকারী।

গোবিন্দ।—উঃ—উঃ—আকাশের [illegible]জ্র! আমায় [illegible]চাও!—বসুন্ধরা! দয়া করো—দয়া [illegible]রো—আমায় [illegible]াস করো! মহারাজ! মহারাজ! বজ্র আম[illegible] আহ্বান গ্র[illegible] করলে না, বসুন্ধরা [illegible]খন বধিরা! এই [illegible]ন মহারাজ [illegible]আমার অস্ত্র [illegible] আপনার কণ[illegible] শক্তি থ[illegible]ক, ওই অস্ত্র, আমার [illegible] দাঁড়িয়ে [illegible]! আ[illegible]র হত্যার সঙ্গে সঙ্গে [illegible] খ[illegible] [illegible]ক [illegible]

মল[illegible]র। [illegible]ান্ত হোন, সেনাপতি [illegible] [illegible]নার অপরাধ কি? গোবিন্দপন্থ—[illegible] [illegible]য়ে [illegible] [illegible]আত্ম-ত্যাগ, আপনার কর্ত্তব্য-নির্[illegible] [illegible] মঞ্চ

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

ইন্দোর—পল্লীপথ। কাল—রাত্রি।

বীণা বাজাইয়া গীত করিতে করিতে গঙ্গাবাঈয়ের প্রবেশ।

গীত।

তোমায় হৃদয়ে রাখিব যতনে।
এসো এসো সখা, হৃদি-মাঝে আঁকা, এসো এ হৃদয়-ভবনে॥
সখা তুমি, ধাতা তুমি, তুমি ভগবান;
অন্ধজনে দেহ আলো, মৃত জনে দেহ প্রাণ,—
তুমি করুণাকণামৃতসিন্ধু—ঢাল ইন্দুকিরণ ভুবনে।
শুষ্ক হৃদয় মম—কঠিন পাষাণসম,
হৃদিমাঝে ওঠে পুনঃ ঝটিকা বিষম,
তুমি প্রভু প্রভাময়—দয়াময় অনুপম, সিঞ্চ এ হৃদয়খানি—
প্রেম-সলিল দানে॥

গঙ্গাবাঈ—কি সুন্দর [illegible]ত্রি আজ! পূর্ণিমার চাঁদ তাঁর সমস্ত প্রজা[illegible]দের নিয়ে আ[illegible]শে সভা করে বসেছেন; সকলে সুখী —স[illegible]লের মুখেই গালভরা হাসি. লক্ষ লক্ষ কো[illegible] কোটী প্রা[illegible] সে সুধা[illegible] হাসির [illegible] এসে মর্ত্ত্য পর্য্যন্ত ভাসি[illegible] দি[illegible] [illegible] আজ হাসছে; [illegible] হা[illegible] [illegible]পিশা[illegible] [illegible]ক্ত [illegible] [illegible]বিন্দজির মন্দিরে [illegible] টি [illegible] এসে[illegible]ছে! আর আমি—মন্তের [illegible] [illegible]য় যাচ্ছি?—সেই সব ভক্তদের [illegible]াছে [illegible]লালয়েছে। [illegible] মনে পড়াচ্ছে;

নন্দজি।—আর আমরাও তোমাকে পাল্কীতে না উঠিয়ে ছাড়তে পারছি না। তোমাকে এ পাল্কীতে উঠতেই হবে; এ অনুরোধ তোমাকে রাখতে হবে সুন্দরী।

গোবিন্দ।—আপনার কথা শুনে আমার মনে বড় সন্দেহ হচ্ছে; আমি আপনার অভিপ্রায় বুঝতে পেরেছি; আমি আপনার অর্থ চাই না—এই নিন— (অর্থ নিক্ষেপ।

নন্দজি।—মোহরটা ফেলে দিলে!—যাক, ক্ষতি নাই; ভীমজি! তুমি ওটা কুড়িয়ে নাও; তুমি পাল্কীতে ওঠো সুন্দরি, আমি তোমাকে সহস্র মোহর দোব।

গঙ্গা।—পিশাচ! নরাধম! অর্থ দেখিয়ে আমায় মুগ্ধ করতে চাস্! তোরা মহাপাপী, তোদের মুখ দেখলেও পাপ হয়; তোদের মতন প্রেত-দর্শন ক'রে আমি আর মন্দিরে যাবো না, আমি ফিরে চল্লুম। (প্রস্থানোদ্যোগ)

নন্দজি।—মওড়া আগলাও; এক পা'ও এগোতে দিস নি। খবরদার—দাঁড়াও!

গঙ্গা।—সাবধান! আমি রমণী—তামাদের জ... ীর সমান নারায়ণ আমার সহায়!—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ
জগ... শ্রীকৃষ্ণায় গো... দায় নমোনমঃ॥

নন্দজি।—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ... ভ...জ। ধ'রে পাল্কীতে ...! ...খে... র ...

গঙ্গা।—দাঁড়াও—ছুঁয়ো না—কুমা... ক ... না —আকাশের বজ্র মাথায় ভে... ড়িয়ে

ক'রে সংসারে পাঠিয়েছিলেন। তুমিও f মাতৃহীনা আমিও পিতৃমাতৃহীন ; তুমি পরান্নে প্রতিপালিতা, আমিও তাই! তবে আমি উচ্চ দাসত্বের বিনিময়ে মান সম্ভ্রমের অধিকারী হয়ে জীবিকা-নির্ব্বাহ করছি, আর তুমি ভিখারিণীর বৃত্তি গ্রহণ ক'রে কোনো রকমে দিন কাটাচ্ছ—এই যা পার্থক্য! কিন্তু আমার এ মান-সম্ভ্রমের স্থায়িত্ব কতক্ষণ? এ তো তাসের প্রাসাদ! একটি উষ্ণ নিশ্বাসে চুরমার হয়ে পড়ে যেতে পারে! অভাগিনী! তোমার-আমার সম্বন্ধ একই রকম—একই অদৃষ্ট-তন্তুতে আমাদের জীবন-বন্ধন! কে বলতে পারে, বিধাতার এ সৃষ্টি রহস্যের কারণ কি!

—•—

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

ভগ্ন অট্টালিকার জীর্ণ কক্ষ। কাল-সন্ধ্যা।

ছিন্নভিন্ন বিশৃঙ্খল বেশে সোমনাথ আসীন!

সোমনাথ।—উঃ—পাপী[illegible] জীবন কি বিষময়। সে জীবনে শান্তি নেই [illegible] ব্রহ্মাণ্ডে [illegible] তৃপ্তি নেই। মলহররাওকে যখন হত্যা [illegible]রেছিলেম, [illegible] মনে যে কামনা ছিল—হৃদয়ে যে ভীষণ প্রবৃত্তি ছিল [illegible] এখন তার কণামাত্রও নেই! তখন ভে[illegible]লেম [illegible] হত্যা করে, প্রতিশোধ নিয়ে বড় [illegible] এখন সে তৃপ্তি কোথায়! কে বলে [illegible] পিশা[illegible] কে বলে—প্রতিশোধ-গ্রহণে তৃপ্তি!—[illegible] টি [illegible] শান্তি নেই! ভেবেছিলেম, প্র[illegible]

[illegible]লিয়েছে!

গুপ্ত দ্বার খুলিয়া পিস্তল হস্তে
নারায়ণীর প্রবেশ।

নারায়ণী।—তুমিও যেমন আছো—ঠিক সেই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকো বাবা! নইলে আমার অস্ত্র এখনি তোমাকে নিরস্ত্র করবে! বাবা এ অবস্থায় আমাকে দেখে আশ্চর্য্য হচ্ছ সত্য,—কিন্তু এতে আমার কিছু মাত্র অপরাধ নেই। তুমি আমার স্বামীকে হত্যা করবার জন্য ঘাতকের প্রবৃত্তি নিয়েছো, আর আমি রাক্ষসীর শক্তি নিয়ে তাকে রক্ষা করতে এসেছি। অবস্থা বুঝে আমায় মার্জ্জনা করো বাবা।—যাও স্বামী—মুক্ত তুমি, এই উন্মুক্ত দ্বার দিয়ে স্বচ্ছন্দে চলে যাও, কেউ তোমার কেশ স্পর্শ করতে পারবে না।

(সোমনাথ ও নারায়ণীর প্রস্থান,—স্তব্ধভাবে
গোবিন্দপন্থ দণ্ডায়মান)

গোবিন্দ।—গোবিন্দপন্থ! তুমি কি জেগে আছো? মিথ্যা কথা—তুমি নিদ্রিত—তুমি মৃত; রাক্ষসী কন্যার দানবী প্রকৃতি আজ তোমাকে পরাস্ত করেছে। গোবিন্দপন্থ! জাগ্রত হও এবার—প্রকৃতির ওপর প্রতিশোধ নাও

[প্রস্থান

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

বিলাস-কক্ষ। কাল—রাত্রি।

মালিরাও, ন[illegible]

(নর্ত্তকীগণের গীত।

আজি মধু যামিনী
হাসে জোছনা রাশি, হাসে আকাশে শশী
হাসে সরসী জলে হাসে কমল[illegible] হাসে

পর পাদুকার ভেতর বিচ্ছু পুষে রাখা হয়েছিল, যেমন বেটারা তার ভেতর পা গলিয়েছে—অমনি কটাং—কটাস্ ! —কামড়ের চোটে তাদের কি ছটফটানি ! অমন মজা অনেকদিন পাওয়া যায় নি মহারাজ !

মালিরাও ।—এখন হয়েছে কি জান ? তুকাজি সেই সমস্ত নিগৃহীত ব্রাহ্মণদের মার কাছে নিয়ে গিয়েছিল ; মা তাদের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে, একবারে নাকি আমার ওপর আগুন হয়ে উঠেছেন ।

নন্দজি ।—তাহলে ঘরের অন্ন আরো কিছু অধিক পরিমাণে ভোজন করেই নিশ্চিন্ত হয়েছেন বলুন ?

মালিরাও ।—না, আরো একটু এগিয়েছেন ; শুনলুম—তাদের প্রত্যেককে নাকি নগদ লক্ষ মুদ্রা আর শত বিঘা ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করেছেন ।

নন্দজি ।—য়্যা—বলেন কি মহারাজ ? আপনার মা ব্রাহ্মনদের সর্ব্বস্ব দান করে ফতুর হচ্ছেন বলেই ভিক্ষুক বেটাদের জব্দ করবার জন্যে এই ফাঁদ পেতেছিলুম ; এখন যে দেখছি উল্টো উৎপত্তি হলো ! বেটারা দু ফোঁটা চোখের জল ফেলে [illegible]তগুলো টাকা ঠকিয়ে নিয়ে গেলো, আর আপনি তার বি[illegible] বিহিত করলেন না মহারাজ !

মালিরাও ।—[illegible]কি আর বিহিত করবো বল ? মা যে তাদের দিয়ে [illegible]ছেন !

নন্দজি ।—[illegible]লেনই বা [illegible]য়, আবার ফিরিয়ে নিতে কতক্ষণ ! আপনা[illegible] ওপর [illegible] মা'র যদি একটুও দরদ থাকতো, তাহলে [illegible]কা[illegible] ব্যাপারে হাত দিতেন ? আপনি যদি এর বি[illegible] পেশ[illegible]রেন মহারাজ, তাহলে এর পর দেখবেন— [illegible]টি[illegible] দণ্ড দেবে, আপনার মা তাকে মুক্তি

[illegible]লয়েছে

মালিরাও।—তিরস্কার ক'রো না সুন্দরী—আমায় মার্জ্জনা করো; তোমার জন্য আমি উন্মত্ত—আমায় বাঁচাও!

গঙ্গা।—সরে যাও নরপশু! আমায় স্পর্শ করো না—

নন্দজি।—আহাহা! কেন মিছে আর বায়না করছো সুন্দরী! ফাঁদে এসে পড়েছো, কতক্ষণ ছুটোছুটি ক'রে রক্ষা পাবে বলো? কেন আর ছুটে—কেঁদে কাহিল হ'চ্ছ! হাসি মুখে ধরা দাও।

মালিরাও।—হাঁ সুন্দরী! হাসি মুখে ধরা দাও; তোমার সুখের সীমা থাকবে না!

গঙ্গা।—আমায় ছেড়ে দাও—যেতে দাও—তাহলেই আমি সুখী হবো।—আপনি রাজা—আপনি ভূস্বামী—আপনি পিতার সমান, আমি আপনার কন্যা!

মালিরাও।—তুমি আমার প্রাণেশ্বরী!

নন্দজি।—ঠিক বলেছেন মহারাজ—ঠিক জবাবই দিয়েছেন।

মালিরাও।—এসো সুন্দরী—আর ক্ষোভ করো না—

গঙ্গা।—পিশাচ! নরাধম! এত ক'রে তোর কাছে অনুনয় বিনয় করলুম—তবু তোর প্রাণে দয়া হ'লো না!—তবে কি আমাকে রক্ষা করতে এখানে কেউ নেই।

তুকাজি।—আছেন শুধু ভগবান! অভাগিনী! ভগবানকে ডাকো, তিনি ভিন্ন তোমাকে রক্ষা করতে আর কেউ নেই।

গঙ্গা।—এই যে বিপন্নের বন্ধু, দরিদ্রের সহায়, আর্ত্তের রক্ষা-কর্ত্তা—এই যে আপনি উপস্থিত! প্রভু! অত্যাচার-পীড়িতা অনাথিনী অভাগিনীকে রক্ষা করতে কি আপনিও অক্ষম?

 পালিয়েছে!

তোমার অনেক অত্যাচার আমি সহ্য করেছি, কিন্তু আর নয়—আর সহ্য করা ভাল নয়—তাহলে ধর্ম্ম সহ্য করবেন না। আর তুমি আমার পুত্র নও, তুমি অত্যাচারী অপরাধী —তুমি প্রজাদ্রোহী—তুমি নারীপীড়ক পশু! তোমার দমন এখনি কর্ত্তব্য।

(নেপথ্যে চাহিয়া অহল্যার ইঙ্গিত)

গোবিন্দপন্থ ও লক্ষ্মীকান্তের প্রবেশ!

বন্দী করুন, এখনি এই রাজানামধারী নরাধমকে বন্দী করুন,—ওই স্বার্থসর্ব্বস্ব পাপীষ্ঠেরা পালাচ্ছে ওদের আটক করুন।

মালিরাও।—কি! কি!

অহল্যা।—খবরদার! আমার আদেশ! সেনাপতি, বন্দী করুন!

গোবিন্দপন্থ।—মার্জ্জনা করুন মহারাজ! রাজমাতার আদেশে আমি আপনাকে বন্দী করতে বাধ্য হলেম! (বন্দীকরণ)

অহল্যা।—লক্ষ্মীকান্ত ওদের ও বন্দী করো!

নন্দজি।—য়্যাঁ য়্যাঁ—আমি আমি—

লক্ষ্মীকান্ত।—হাঁ হাঁ—তুমিই—তোমরা দুটিই— (বন্দীকরণ)

অহল্যা।—তুকাজি! কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পুত্র আমার! বন্দী হয়েছ কর্ত্তব্যপালনের অপরাধে পাপীর বিচারে বন্দী হয়েছো, এসো বাছা, স্বহস্তে আমি তোমাকে মুক্ত করে দিই।—সেনাপতি! মালিরাওকে আমার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে নিয়ে যান লক্ষ্মীকান্ত ওদের কারাগারে পাঠিয়ে দাও! ওদের বিচার ভার আমি স্বহস্তে গ্রহণ করবো।—মা! তুমি আমার সঙ্গে এসো, আজ থেকে আমি তোমার মা।

শক্র !—ভয়ঙ্কর শক্র ! ভীমজি ! ভীমজি ! আমার সেই দুর্জ্জয় শক্রকে দমন করবার বড় চমৎকার ফন্দীই তুমি আবিষ্কার করেছ !

ভীমজি।—মহারাজ ! আমার ফন্দীর তারিফ করতে হয়—পরে করবেন ; এখন আগে কাজ শেষ করুন। এই নিন, পিস্তল রাখুন। [প্রদান।]

মালিরাও।—ভীমজি ! একটু আগে লক্ষ লক্ষ পিশাচ এই কক্ষের চতুর্দ্দিকে অট্টহাসি হেসে ছুটে বেড়াচ্ছিল ; তাদের ভীষণ দর্শন মূর্ত্তি দেখে—বিকট হাস্য কোলাহল শুনে আমি ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেম ! কিন্তু এখন আর তাদের একটিও নেই, তোমাকে দেখে, তারা সকলে লজ্জায় পালিয়ে গেছে ! পিশাচের অট্টহাসিতে আর আমার ভয় নেই, লক্ষ পিশাচের তাণ্ডব নৃত্যে আর আমার মনে আতঙ্ক নেই ! আমি এখন তোমাকেই লক্ষ লক্ষ পিশাচরূপে দেখতে পাচ্ছি ! আমি এখন বুঝতে পেরেছি—পিশাচ নরকের নয়,—পিশাচ মর্ত্তে—মানুষ মূর্ত্তিতে। তুমি পিশাচ, আমিও পিশাচ ; তুমি নারকী, আমিও নারকী ; ভীমজি ! আমাদের দুজনের গতিই সমান !

ভীমজি।—মহারাজের মুক্তির জন্য আমি সৎপরামর্শই দিয়েছি।

মালিরাও।—আমি কি তা অস্বীকার করছি? পিশাচের যোগ্য পরামর্শই তুমি আমাকে দিয়েছো—মাতৃহত্যা করবার উন্মাদ বাসনা আমার মনে জাগিয়ে দিচ্ছ। স্বর্গাদপি গরিয়সী যে মা—যাঁর পবিত্র মূর্ত্তি স্মরণ করলে বিপদ দূরে

ক'রে পালায়। তাই আগে পরীক্ষা করতে চাই! ভীমজি! প্রথম গুলি আমি তোমার ওপরই পরীক্ষা করবো।

ভীমজি।—মহারাজ কি আমার সঙ্গে তামাসা করছেন?

মালিরাও।—মহারাজ কি কখনো চাকরের সঙ্গে তামাসা করে? এ তামাসা নয় ভীমজি—এ রাজদণ্ড।

ভীমজি। রাজদণ্ড!

মালিরাও।—হাঁ—রাজদণ্ড! জীবনে কখনও ন্যায্য বিচার করে রাজদণ্ড দিইনি, আজ তা দেব! ভীমজি! আমি আগে দেবতা ছিলেম, মানুষের আদর্শ ছিলেম, কিন্তু তোমাদের সংসর্গে আজ আমি শৃগাল শকুনিরও অধম হয়েছি। অনেক সুখের আশা করেছিলেম; রূপ—যৌবন—বংশগৌরব সমস্তই বিধাতা আমাকে দিয়েছিলেন, কিন্তু তোমাদের মতন পিশাচদের প্ররোচনায় আমি তা সমস্তই নষ্ট করেছি; তার ফলে আমার জীবনের সমস্ত আশা আজ বিশুষ্কপ্রায়—এ ব্যর্থ জীবন-কুসুম মধ্যাহ্নের আগেই বৃন্তচ্যুত হ'য়ে পড়েছে!—তাই আমার প্রাণে আজ প্রায়শ্চিত্তের পিপাসা জেগে উঠেছে। ভীমজি! প্রস্তুত হও! আমি প্রায়শ্চিত্ত করি!

ভীমজি।—মহারাজের দোহাই—মারবেন না, আমাকে ক্ষমা করুন—দয়া করুন—রক্ষা করুন—

মালিরাও।—চুপ ক'রে দাঁড়াও, চীৎকার ক'রো না; তোমার চীৎকারে আর কারোর মনে দয়া হবে না; কারুর প্রাণ কাঁদবে না,—একজনের প্রাণ কেঁদে উঠতো—কিন্তু সে আর দুনিয়ায় নেই—তুমি তাকে বিষ খাইয়ে মেরেছো;

আপনার সঙ্গে পরামর্শ করিতে এসেছি।

অহল্যা।—আপনার যা বক্তব্য স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন।

গঙ্গাধর।—সে পরামর্শ অত্যন্ত গোপনীয়।

অহল্যা।—সে জন্য আপনার কোনো আশঙ্কা নেই; এ আমার মন্ত্র-কক্ষ, এখান থেকে মন্ত্রভেদের কোনো সম্ভাবনা নেই; এখানকার বাতাস পর্য্যন্ত বধির। আর তুলসী আমার প্রাণাধিকা সহচরী—আমার সহোদরার সমান, স্বচ্ছন্দে আপনি আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করুন।

গঙ্গাধর।—মা! নবীন মহারাজের অকাল মৃত্যুতে ইন্দোর রাজ্যে যেমন হাহাকার পড়ে গেছে, প্রতিবেশী রাজাদের অন্তরেও তেমনি আনন্দের তুফান ছুটেছে, এই সুন্দর রাজ্যটি গ্রাস করবার আকাঙ্ক্ষা তাঁদের হৃদয়ে প্রবল হ'য়ে উঠেছে,—ইন্দোরের করদ সামন্ত রাজারা পর্য্যন্ত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

হল্যা।—তাহলে এ অবস্থায় ইন্দোরের কল্যাণ-কল্পে আমাদের কর্ত্তব্য কি মন্ত্রিবর?

গঙ্গাধর।—মা! এ অবস্থায় ইন্দোরের সিংহাসন শূন্য রাখা কোনো ক্রমে কর্ত্তব্য নয়। আমার বিবেচনায় এ সময় আপনি কোনো সদ্বংশজাত বালককে দত্তক গ্রহণ ক'রে তাকে ইন্দোরের সিংহাসনে স্থাপন করুন; তাহলে আমাদের কোনো আশঙ্কার কারণ থাকবে না।

ল্যা।—এই প্রস্তাব শোনাবার জন্যই কি আপনি আমার সমক্ষে এসেছেন? মন্ত্রি! নিজের পুত্রের ওপর আমি যখন আস্থা

শোক আর আমাকে আচ্ছন্ন করতে পারবে না। তুলসী, আমার এক পুত্র গেছে—এক পুত্রের শোক আমার সম্মুখে! কিন্তু আমার লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী পুত্রের জীবন মরণ এখন আমার ওপর নির্ভর করছে—আমার শ্বশুরের সোণার তরণী আজ কর্ণধার-বিহীন হ'য়ে বিপদ-সিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গে পড়ে আমার হাতের কাছ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে!—আয় বোন, বিপদবারণ নারায়ণের নাম নিয়ে বরুণের অক্ষয় পাশ বুকে বেঁধে—ওই বিপন্ন তরণীকে রক্ষা করি!— [বেগে প্রস্থান

তুলসী।—একি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! সেই কোমল হৃদয়া শান্তশীলা অহল্যার একি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখলুম!—মা সতী রাণী ভবাণী! সত্যই কি তুমি অহল্যার হৃদয়ে এসে আবির্ভূতা হলে? মা—রক্ষা করো—পুত্রশোকাতুরা বিপন্না বিধবার রাজ্য নিষ্কণ্টক করো!

— —

এই মাথার কাছে হাজার হাজার রুটিখোরের মাথা হার মেনে মাটিতে লটাপৎ খাবে !

তুলসী।—আর যদি হাজার খানা তলোয়ার সেই মাথার উপর উচুঁ হ'য়ে উঠে, তখন মাথা বেচারার দশাটা কি হবে ?

লক্ষ্মী।—যেমন মাথা, ঠিক তেমনিটি থাকবে ! এযে দৈত্য-কূলের প্রহ্লাদরে পাগলী ! কাটলে কাটে না, মারলে মরে না, আগুনে ফেললে একটু আঁচও পায় না ; বরং আঁচ পেলে মাথার জলুস আরো ফুটে ওঠে ! খেলাতে জান্‌লে এ মাথায় মানুষ তৈরী হয়—ভেল্কী খেলে যায়।

তুলসী।—না ;—তুমি যখন আজ মাথার এত গুণ গাইতে আরম্ভ করেছ, তখন নিশ্চয়ই তোমার মাথার ভেতর একটা কিছু ফন্দী জেগেছে। ব্যাপারটা কি বল দেখি শুনি।

লক্ষ্মী।—ব্যাপারটা আর কিছু নয়,—এই যে একটা মহামারি যুদ্ধ বাধছে, এটা বন্ধ করা চাই।

তুলসী।—তুমি পাগল হ'লে নাকি ? এ যুদ্ধ বন্ধ করতে চাইছ ? কেন, তুমি কি শোন নি—এ যুদ্ধে রাণী সর্ব্বস্ব পণ ক'রেছেন ?

লক্ষ্মী।—সেই জন্যই তো যুদ্ধটা বন্ধ করতে চাচ্ছি।—দেখ তুলসী, যে কাজের গোড়ায় বেজায় জেদ বজায় থাকে, তার মতন নচ্ছার কাজ আর দুনিয়ায় নেই। যুদ্ধ আর মকদ্দমা দাঁড়িপাল্লার এদিক আর ওদিক ! জেদের বসে সর্ব্বস্ব পণ ক'রে মকদ্দমা ক'রে মানুষ সর্ব্বস্বান্ত হয় তা তো জানো ; আর লড়াইটাও তাই ! বেশীর ভাগ—এতে সর্ব্বস্বের সঙ্গে

সঙ্গে তাজা তাজা প্রাণগুলো পর্য্যন্ত খোয়া যায়, দেশ গোরেচারা প্রজারা পর্য্যন্ত ধনে প্রাণে মারা পড়ে!—হি, যে যুদ্ধ বাঁধছে, এ জেদের যুদ্ধ! অবশ্য রাণী আমাদের রাণীর মতই কাজ করেছেন, তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য—নইলে তাঁর মর্য্যাদা থাকে না! কিন্তু রাণীর যাঁরা হিতাকাঙ্খী, তাঁদের কর্ত্তব্য—এ যুদ্ধ স্থগিত করা। তুলসী, আমরা রাণীর আশ্রিত, রাণীর জন্য আমরা সবই করতে পারি, রাণীর সিংহাসন দৃঢ় করবার জন্য আমরা প্রাণ পর্য্যন্ত বলি দিতে পারি। আজ রাণী আমাদের বিপন্না,—মহাশক্তিমান রাজ-রাজেশ্বর পেশোয়ার সঙ্গে জেদের বশে রাণী যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন! লক্ষ লক্ষ প্রাণীর প্রাণ এ যুদ্ধে নষ্ট হবে, ঘরে ঘরে হাহাকার উঠবে, পরিণামে কি হয় তাই বা কে জানে! কিন্তু আমরা যদি এ যুদ্ধ মিটিয়ে দিতে পারি, রাণীর জেদ বজায় রেখে আমরা যদি এর একটা প্রতিকার করি, তাহলে কি যথার্থই আমাদের রাণীর অনুগত আশ্রিত হিতার্থীর মতন কাজ করা হয় না?

তুলসী।—তা হয়, জানি, কিন্তু কি করে তুমি তা ক'রবে? রাণীকে কি তুমি চেন না? তাঁর দুর্জ্জয় পণ কিছুতেই ভঙ্গ হবে না—জীবন থাকতে তিনি কখনো শত্রুর কাছে মাথা হেঁট করবেন না: রাঘব দাদা যদি রাণীর কাছে রাজ্য ভিক্ষা চাইতেন, তাহলে হয় তো দয়াময়ী মহারাণী অম্লান বদনে তাঁর বিশাল রাজ্য তাঁকে দান করতে পারতেন। কিন্তু রাঘব দাদা তাঁকে ভয় দেখিয়েছেন; তার ফলে

আসতে পারতে না। গাও, গান গাও, যে গান গাইছিলে আবার তা গাও।

তুলসীর গীত।

মোরা বিদেশী অতিথি।
বহুদূর হতে এসেছি এখানে করিতে আরামে বসতি॥
সন্ধ্যা আকাশ আঁধারে আবরি
উঠিবে এখনি ঝটিকা-লহরী
কাঁপিবে সঘনে সমগ্র নগরী—
ঘোর রোলে হবে শমন আরতি॥

মাধব।—সুন্দর গান, মধুর কণ্ঠ তোমাদের; বড়ই তুষ্ট হয়েছি। তোমরা কি পুরস্কার চাও—সচ্ছন্দে বলো।

লক্ষ্মীকান্ত।—রাজাধিরাজ! পুরস্কার পাবার আশায় তো আমারা গান গাই নি! আমাদের এ গান তো তোতা-পাখীর বুলি নয়; মনের আবেগে আমরা যে গান বেঁধেছি, তাই আপনাকে শুনিয়েছি। এ গানের ভাষা—এ গানের বর্ণ—এ গানের রচনা—এ গানের মূর্চ্ছনা—এ গানের প্রত্যেক শব্দটি পর্য্যন্ত সত্য।

মাধব।—বলো কি? তবে কি সত্যই তোমরা কোনো ভাবি বিপদের ভয়ে বাসস্থান ছেড়ে এখানে পালিয়ে এসেছ?

তুলসী।—হাঁ মহারাজ! তাই; সত্যই এক প্রলয়রূপী রাক্ষসের তাণ্ডব নৃত্য দেখে, তা সহ্য করতে না পেরে শান্তির প্রত্যাশায় আপনার এই শান্তি-মন্দিরে আশ্রয় নিতে এসেছি।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।*

মান্দালা—পার্ব্বত্য-পথ। কাল—অপরাহ্ণ।

বৃক্ষমূলে সোমনাথ উপবিষ্ট,—

পার্শ্বে নন্দজি দণ্ডায়মান।

নন্দজি।—এমন সময় গাছেরতলায় ব'সে গালে হাত দিয়ে কি ভাবছ?

সোমনাথ।—কি ভাবছি—তা আবার জিজ্ঞাসা করছ নন্দজি!—ভাবছি—অদৃষ্টের কথা; ভাবছি—আমার জীবন-সংগ্রামের কথা; ভাবছি—কি চমৎকার অদৃষ্ট নিয়েই এ সংসারে এসেছিলেম!

নন্দজি।—তা—ভেবে ভেবে কিছু কূলকিনারা পেলে কি?

সোমনাথ।—কিছুই না; ভেবে দেখলেম—স্রোতে-ভাসা তৃণের মতন সংসার-সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছি! কতদূর ভেসে যাবো—কোথায় গিয়ে ডুববো—তা কিছুই ঠিক করতে পারছি না।

---

* এই দৃশ্যটি অভিনয়ে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আওয়াজ হচ্ছে! ব্যাপার কি! আমার স্বামীর তো কিছু হয় নি!

[বেগে প্রস্থান।

নেপথ্যে সৈন্য কোলাহল ও বন্দুকের আওয়াজ।

সোমনাথ ও নন্দজির বেগে প্রবেশ।

সোমনাথ।—সর্ব্বনাশ হোল নন্দজি! সসৈন্য গোবিন্দপন্থ! পালাবার পন্থা নাই।

নন্দজি।—তাইতো—তাইতো—তাহলে—তাহলে—

নেপথ্যে গোবিন্দপন্থ।—তুকাজি! এই দুই নরপিশাচকে এখনই বন্দী করো,—আমি ততক্ষণ ভীলরাজকে হস্তগত করি।

তুকাজি, লক্ষ্মীকান্ত ও কতিপয় সৈন্যের প্রবেশ।

নন্দজি।—দোহাই বাপ সকল! আমাকে কিছু বোল না—

লক্ষ্মীকান্ত।—যে আজ্ঞে; আপনাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাবো;—তুকাজি! এই সোমনাথটা পালাবার চেষ্টা করছে—ওকে এখনই বেঁধে ফেলো!

নারায়ণীর বেগে প্রবেশ।

নারায়ণী।—না-না-না,—বেঁধো না—বেঁধো না—তোমরা ওকে বেঁধো না; ওকে আমি বাঁধবো,—ওকে বাঁধবো ব'লে আমি অনেক দূর থেকে ছুটে আসছি!

তুকাজী।—এ কি! উন্মাদিনী রমণী!! কে তুমি?

নেই তোমাদের ! কিন্তু এটাও স্থির জেনো—বিনা রক্তপাতে এ পথে একটি মক্ষিকাও যেতে পারবে না।

তুকাজি।—(স্বগতঃ) ভীষণ সমস্যা ! সত্যই কি এ মহিলা গোবিন্দপন্থের কন্যা !

লক্ষ্মী।—(স্বগতঃ) আশ্চর্য্য হলেম বাবা ! এ রকম বিদঘুটে ব্যাপার তো কখনো দেখি কি ! কিন্তু এ ছুঁড়ী বলে কি ? গোবিন্দপন্থের নারায়ণী নামে এক কন্যা ছিল, কিন্তু সে উন্মাদিনী হয়ে চলে গেছে—এই তো আমরা জানি ! এর ভেতর কি তবে কিছু রহস্য আছে !

গোবিন্দপন্থের প্রবেশ।

গোবিন্দ।—তুকাজি ! দুর্দ্দান্ত ভীল সর্দ্দারকে বন্দী করেছি ; আর আমাদের এখানে অপেক্ষা করবার আবশ্যক নেই, বন্দীদের নিয়ে এসো।

লক্ষ্মী।—বন্দীরা কি আর আছে সেনাপতি—সব ফেরার।

গোবিন্দ।—কি ?—একি ! কে এ ?

লক্ষ্মী।—চিনতে পারছেন না হুজুর ! কিন্তু ইনি যে আপনার মেয়ে ব'লে দাবী করছিলেন !

তুকাজি।—সেনাপতি ! এঁরই জন্য আমরা সোমনাথ আর নন্দজিকে বন্দী করতে সক্ষম হইনি !

গোবিন্দ।—তুকাজি ! এই রমণীর ভ্রুকুটি দেখে ভয় পেয়ে তুমি সেই পিশাচদের ছেড়ে দিয়েছ ?

তুকাজি।—নারী-হত্যা করলে কি আপনি সন্তুষ্ট হতেন

তুকাজি, লক্ষ্মীকান্ত ও দুইজন প্রহরীসহ
বন্দীভাবে মল্লপতির প্রবেশ।

অহল্যা।—তুমিই ভীল-ডাকাত মল্লপতি ?

মল্লপতি।—হামি ডাকাত আছে—এ কথা কে তুহারে কয়েছে ?

অহল্যা।—তোমার কার্য্যকলাপেই প্রকাশ পেয়েছে—তুমি লুণ্ঠন-ব্যবসায়ী ডাকাত।

মল্লপতি।—হামি ডাকাত না আছে,—রাজা আছে।

অহল্যা।—নরঘাতক দস্যু! রাজা ব'লে আত্মপ্রকাশ করতে তোমার লজ্জা করছে না ?

মল্লপতি।—লজ্জা কিসের আছে ? ভীল-মুলুকের রাজা হামি,—রাজার মতন কথা কইছে! হামি ডাকাত না আছে; তু হামারে ডাকাত কইলে, হামি তুহারে ডাকাত কইবে; তা হইলে দুনিয়ার সক্কলে ডাকাত হইয়ে যাবে! তা হইলে পেশোয়া ডাকাত, দিল্লীর বাদশা ডাকাত, সিন্ধিয়া ডাকাত, নিজাম ডাকাত, হায়দার আলি ডাকাত,—দুনিয়ার সব বি ডাকাত।

অহল্যা।—আচ্ছা স্বীকার করলুম—তুমি ডাকাত নও, রাজা; তাহলে রাজার মতন তুমি যে সব কাজ করেছ, নিশ্চয়ই তার পরিচয় দিতে পার ?

মল্লপতি।—হাঁ, আলবৎ পারবে; হামি বহুত বহুত কাম করেছে, হামার নাম শুনিয়ে বাঘে—গাইয়ে এক ঘাটে নেমে পানি পিয়ে যায়, হামার হাঁকে পাহাড়ের চুড়ো খসিয়ে পড়ে—

অহল্যা।—আরো বলো—তোমার অত্যাচারে দেশ শ্মশান হয়েছে, গৃহস্থের ঘরে ঘরে হাহাকার উঠেছে, অত্যাচার-পীড়িত প্রজাদের আর্ত্তনাদে সমস্ত মধ্য-ভারতের বিশাল গগন বিদীর্ণ হচ্ছে!

মল্লপতি।—হাঁ—হাঁ—হামি তা বলবে—হামি তা বলবে,—ডর কি আছে? হামি তা ক'রেছে!

অহল্যা।—আর তোমার কৃতকার্য্যের যে প্রায়শ্চিত্ত আছে—এ কথাও বোধ হয় স্বীকার করতে সম্মত আছ?

মল্লপতি।—হামি ভীলের রাজা আছে।

অহল্যা।—হাঁ, তা জানি; কিন্তু রাজার ওপর আর একজন রাজা আছেন; তাঁরই আদেশে আজ তুমি বন্দী হয়েছ—কৃত-কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করতে এসেছ! ভীল সরদার মল্লপতি! তোমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত, তুমি অসংখ্য অপরাধে অপরাধী; তোমার অপরাধের কঠোর শাস্তি হবে।

মল্লপতি।—শাস্তি! কিসের শাস্তি! ভীল-সরদার মল্লপতি শাস্তিকে ডর না করে।

অহল্যা।—আমি তোমার প্রতি যে ভীষণ শাস্তির ব্যবস্থা করেছি সরদার, তা শুনলে তোমার আপাদমস্তক কম্পিত হবে,—তোমার বজ্র-কঠোর হৃদয়ে দারুণ বিভীষিকার সঞ্চার হবে,—তোমার নিষ্ঠুর প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে।

মল্লপতি।—পুঃ!!

অহল্যা।—অবজ্ঞা করছ সরদার! উত্তম, এখনি আমার দণ্ডাদেশ

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সিপ্রা-তীর। কাল—সন্ধ্যা।

নারায়ণী ও সোমনাথের প্রবেশ।

নারায়ণী।—আবার যে তোমার সাক্ষাৎ পাবো—তা স্বপ্নেও ভাবি নি; কিন্তু দেখো, যেন এই সাক্ষাৎই শেষ সাক্ষাৎ না হয়!

সোমনাথ।—এ কথা বলছ কেন নারায়ণী?—তোমার অভিপ্রায় কি?

নারায়ণী।—তুমি কি আমার প্রভিপ্রায় বুঝতে পারো নি প্রভু? যে জেগে ঘুমোয়—সহস্র ডাকেও তার ঘুম ভাঙ্গে না; যে জেনে-শুনে পাপ করে—কেউ তাকে সুপথে আনতে পারে না;—তোমার অবস্থাও আজ ঠিক এই রকম হয়েছে!—সে দিনকার কথা কি তোমার মনে আছে প্রভু? সেই যখন তুমি আমার সাধ্য-সাধনা কাতর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান ক'রে নন্দজির প্রলোভনে প'ড়ে অধর্ম্মের দলভুক্ত হ'য়েছিলে! কিন্তু হাতে হাতে তার ফল ফলে গেলো! ধর্ম্মের জয়—অধর্ম্মের ক্ষয়,—চোখের ওপর দেখতে পেলে! তা দেখেও—হাতে হাতে প্রতিফল পেয়েও, আবার তুমি রাজপুতদের সঙ্গে যোগ দিয়েছ! রাজপুত-যুদ্ধে আবার রাণীর সঙ্গে শত্রুতা সাধছ!—তুমি কি প্রভু! একেবারে ধর্ম্মজ্ঞান হারিয়েছ! তোমার বিবেক-বুদ্ধি রসাতলে দিয়ে তুমি এমনই নরপিশাচ হ'য়ে দাঁড়িয়েছ!

সোমনাথ।—নারায়ণী! নারায়ণী! তিরস্কার কোর না—তিরস্কার কোর না,—শুনে তুমি সুখী হবে—এবার আমি কৃতকার্য্য হবো—এবার প্রতি যুদ্ধেই আমরা জয়ী হচ্ছি—এবার আমি সাফল্যের আশা করি।

নারায়ণী।—তোমার আশায় ধিক্! দেখো, আর সে দিন নেই—যে তোমার স্তোক বাক্যে ভুলে নারায়ণী তোমার কুকর্ম্মের পোষকতা করবে! আজ নারায়ণী পাষাণে বুক বেঁধে স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছে! স্বামী! আজ আর আমি সয়তানী নই,—আজ আমি হিন্দুর ঘরের ধর্ম্মশীলা রমণী! তোমার-আমার আজ বড় কঠোর পরীক্ষা!

সোমনাথ।—কি পরীক্ষা নারায়ণী?

নারায়ণী।—মিলন-বিচ্ছেদের পরীক্ষা,—জীবন-মৃত্যুর পরীক্ষা,—অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের পরীক্ষা! আজ স্থির করেছি—তোমার পাপাচরণে আর আমি তোমার সঙ্গিনী হবো না,—তোমার স্তোক বাক্যে ভুলে আর আমি পিশাচি সাজব না; আজ তোমায়-আমায় কঠোর পরীক্ষা! তোমার সম্মুখে এখন দুই অবলম্বন; এক দিকে ধর্ম্ম,—অন্যদিকে অধর্ম্ম; এক দিকে পাপের প্রলোভন—অন্যদিকে পত্নীর আকিঞ্চন; এক দিকে সয়তানী—অন্য দিকে সহধর্ম্মিণী;—কাকে চাও তুমি?

সোমনাথ।—কি চাই আমি?—বড়ই কঠিন প্রশ্ন! আচ্ছা নারায়ণী, আমি যদি বলি—তোমাকেই চাই, তাহলে আমাকে কি করতে হবে?

নারায়ণী।—স্বামি! কি ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করবে—তাই না ভাবতে চাচ্ছিলে! আর ভাববার দরকার কি প্রভু? বাবার কাছে ধরা দিয়ে কাপুরুষের মতন প্রায়শ্চিত্ত করতে লজ্জিত হচ্ছিলে, এবার রাণীর জন্য আত্মোৎসর্গ ক'রে বীরের মতন প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করো।

সোমনাথ।—নারায়ণি! তোমার কথা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু তা অসম্ভব! রাণীর বিপদের কথা আমার অবিদিত নয়;—ব্যাপারটা কি জান? শ্বশুরের স্মৃতিরক্ষার্থ রাণী সিপ্রাতীরে এই মহেশ্বর-ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই বিপদকালে তিনি নির্ভয়ে কয়েকজন রক্ষী মাত্র নিয়ে এখানে এসেছেন; এখান থেকেই যুদ্ধের সংবাদ রাখছেন। কিন্তু রাণীর ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী গঙ্গাধর যশোবন্ত এই সংবাদ পেয়ে এক দল অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে রাণীকে বন্দী করতে এসেছে। আমাকেও এখনি সেখানে গিয়ে তার সঙ্গে যোগ দিতে হবে।

নারায়ণী।—বটে? এতদূর!—উত্তম; যাও—যাও তুমি; গঙ্গাধর যশোবন্তের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে রাণীর সংহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হও,—আমিও আমার কার্য্য সাধন করতে যাই।

সোমনাথ।—তুমি কোথায় যাবে?

নারায়ণী।—রাণীর কাছে।

সোমনাথ।—রাণীর কাছে?

নারায়ণী।—হাঁ, রাণীর কাছে!—রাণীকে রক্ষা করতে;—তুমি একটা মূর্ত্তিমান নরপিশাচের জঘন্য কর্ম্মের পরিপোষক হ'তে যাচ্ছো, আর আমি এক বিশাল রাজ্যের রাণী—ল

করো—হরণ করো ; নিশার অসিত রাগ উষার তুষার-কিরণে মগ্ন হবার পূর্ব্বেই আমাকে গ্রাস করো।

আত্মহত্যার উপক্রম,—বেগে রুক্মার প্রবেশ।

রুক্মা।—কি করো—কি করো—সর্ব্বনাশ ক'রছ! (হস্তধারণ)

গোবিন্দ।—ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও ; রুক্মা—ছেড়ে দাও

সর্ব্বনাশী—ছেড়ে দাও—

রুক্মা।—কখনো নয়,—প্রাণ থাকতে রুক্মা তোমাকে আত্মহত্যা করতে দেবে না।

গোবিন্দ।—ব্রহ্মাণ্ডবাদী হলেও—আজ গোবিন্দপন্থের সংকল্প পণ্ড হবে না,—ছেড়ে দাও—সর্ব্বনাশী ছেড়ে দাও—আজ আমি মায়াহীন মমতাহীন—আজ আমি স্নেহমায়াবর্জ্জিত রাক্ষস! ছেড়ে দাও—

রুক্মা।—বীরোত্তম! প্রভুভক্ত, রাজভক্ত, স্বদেশভক্ত অদ্বিতীয় বীর! তুমি আত্মহত্যা করবে আর সহধর্ম্মিণী হয়ে আমি তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো! কখনই নয়, এ মহাপাতক তোমাকে আমি কখনই করতে দোব না ; তোমার চিত্ত-বিকার হ'য়েছে—তুমি উন্মাদ হয়েছ, আমি আমার উন্মাদ স্বামীকে এই বক্ষে আবদ্ধ করে রাখবো! সংসারে আমি তোমার পায়ের নিগড় ; এ নিগড় ছিন্ন করে তুমি কোথায় যাবে?

গোবিন্দ।—ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও!—ওই ওই সম্মুখে লেলিহান রসনা বিস্তার করে মৃত্যু আমায়

পেলে কৃতার্থ হবো—সুখে মরতে পারবো! বলুন—আমাকে মার্জ্জনা করলেন!

গোবিন্দ।—মার্জ্জনা করবো?—কাকে? রাজদ্রোহীকে—রাজার হত্যাকারীকে—বিশ্বাসঘাতক গুপ্তহন্তাকে—আমার কন্যার অপহরণকারীকে?—মার্জ্জনা করবো? নির্লজ্জ্য—লম্পট—ঘৃণ্য নরপশু! আমার কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা করতে তোমার লজ্জা করছে না? মার্জ্জনার কথা উচ্চারণ করতে তোমার জিহ্বায় জড়তা আসছে না?

অহল্যা।—পন্থজি! আপনি সোমনাথের পূর্ব্ব কথা বিস্মৃত হোন; আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সোমনাথকে মার্জ্জনা করেছি।

গোবিন্দ।—আপনি ওকে মার্জ্জনা করতে পারেন, কিন্তু আমার কাছে ওর মার্জ্জনা নেই,—আমার কাছে ওর মার্জ্জনার প্রার্থনা নিষ্ফল!

অহল্যা।—সেনাপতি! সোমনাথ আর তার পত্নীকে আপনি মার্জ্জনা করেন—এই আমার আদেশ।

গোবিন্দ।—দেবী! একি আদেশ করলেন? যার জন্য আমার কন্যা গৃহ-বিতাড়িতা, যার জন্য পতিপুত্র-শোক-বিহ্বলা অহল্যাদেবীকে অশ্রুধারা মুছে করে করবাল ধারণ করতে হয়েছে,—যার জন্য—গোবিন্দপন্থের জীবন আজ মমতাশূন্য শ্মশান,—আপনি তাকে মার্জ্জনা করতে আদেশ—

নারায়ণী।—বাবা! বাবা! আর তোমাকে মার্জ্জনা করতে না! ভয় নেই—ভয় নেই—তোমায় আর রাজ্ঞীর আদেশ

লঙ্ঘন করতে হবে না। ফুরিয়ে গেলো—সব ফুরিয়ে গেল ;—স্বামী আমার ঈশ্বরের রাজ্যে—করুণার রাজ্যে—মার্জ্জনার রাজ্যে চলে গেলো! মানুষ ক্ষমা ভিক্ষা করতে জানে, কিন্তু ক্ষমা করতে কৃপণ! আর ক্ষেমঙ্করী মা আমার—তাপিতের জন্য অভয় হস্ত উত্তোলন করেই আছেন! ওই—ওই—সেই রাঙ্গা হাত খানি!—দিক্‌বসনা লোলরসনা খড়্গধারিণী মুণ্ডমালিনী—তবু সেই অভয় কর—সেই—অভয় কর! যাই মা যাই ;—বাবা! বাবা! তোমার আত্মহত্যা করবার অধিকার নেই, কিন্তু আমার অনুমৃতা হবার অধিকার আছে—দাও—

[অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া নিজ বক্ষে আঘাত ও পতন।

রুক্মা।—মা—মা—নারায়ণী,—মা আমার!—আমার বুকের রক্ত—অঞ্চলের নিধি! আমার চখের ওপর—আত্মহত্যা করলি! উঃ—আমাকে এ দেখতে হ'লো! ভগবান—কি করলে!—উঃ—বুক গেলো—বুক গেলো—উঃ—

(পতন ও মৃত্যু।)

রুক্মিণ্যা।—একি! একি!—রুক্মা—রুক্মা—মা—

মধুকান্ত।—কই নিশ্বাস তো পড়্‌ছে না!—একি আকস্মিক মৃত্যু!

তুকারাম।—ভাগ্যবতী! ভাগ্যবতী! প্রাণটা এত সোজা ছিঁড়ে ফেললি মা! এই চোখের জলে তোর পায়ের আলতা ধুয়ে কপালে দিই! যেন মা তোমারই মতন রোগের জ্বালায় না ভুগে পতির পায় মাথা রাখতে পারি।

করেছিলেন। মা! এ অধম নারীর জন্যেই উনি একদিন অপমানিত হয়েছিলেন—বন্দী হয়েছিলেন!

তুকাজি।—আমি পুরুষের প্রার্থনীয় কার্য্য করেই বন্দী হয়েছিলেম; সে আমার অপমান নয়—আনন্দ; মা! আজ আপনি স্নেহের বন্ধনের ওপর অমৃতের বন্ধন পরিয়ে দিলেন।

লক্ষ্মীকান্ত।—আনন্দ! আনন্দ! এ মিলনে আমরা সুখী,—সমস্ত ইন্দোরবাসী সুখী হবে। জয় মহারাণী অহল্যা—জয় নববরবধূ!

* * *

পট পরিবর্ত্তন—

সিংহাসন-গৃহ সজ্জিত।

অহল্যা।—এসো বৎস তুকাজি—এসো হোলকার বংশের কুল-প্রদীপ—হোলকার কুলের পবিত্র সিংহাসন উজ্জ্বল করো (তুকাজির মস্তকে মুকুট অর্পণ) ব'সো মা গঙ্গা—স্বামীর পার্শ্বে কমলার গুণরাজি নিয়ে পুণ্য সিংহাসন আলো ক'রে ব'সো! (নিজ মস্তকের মুকুট গঙ্গার মস্তকে প্রদান) তোমাদের যুগল মূর্ত্তি দেখে সকলে মুগ্ধ হোক!

সকলে।—জয় মহারাণী অহল্যার জয়! জয় নববরবধূ!!

পুরবালাগণের প্রবেশ।

মঙ্গল-গীত।

পোহাল দুঃখ রজনী।
গেছে ত্রাহি ত্রাহি রব—কাতর রোদন,
নাহি সে সমস্যা—জীবন-মরণ,
হের শান্তি-সূর্য্য বিকাশে বদন—হাসে জননী ॥
বরাভয়করা দিতেছে অভয়,
তোল উচ্চ তান, গাও জয় জয়,
বাজাও দুন্দুভি—অরাতি বিজয়,
মার নামে পূ[illegible] অবনী
অপহৃত আজি আতঙ্ক রাশি,
মুক্ত কণ্ঠে গাহে যুক্ত ব[illegible]—
ধন্য-ধন্য-ধন্য—অহল্যারাণী !!

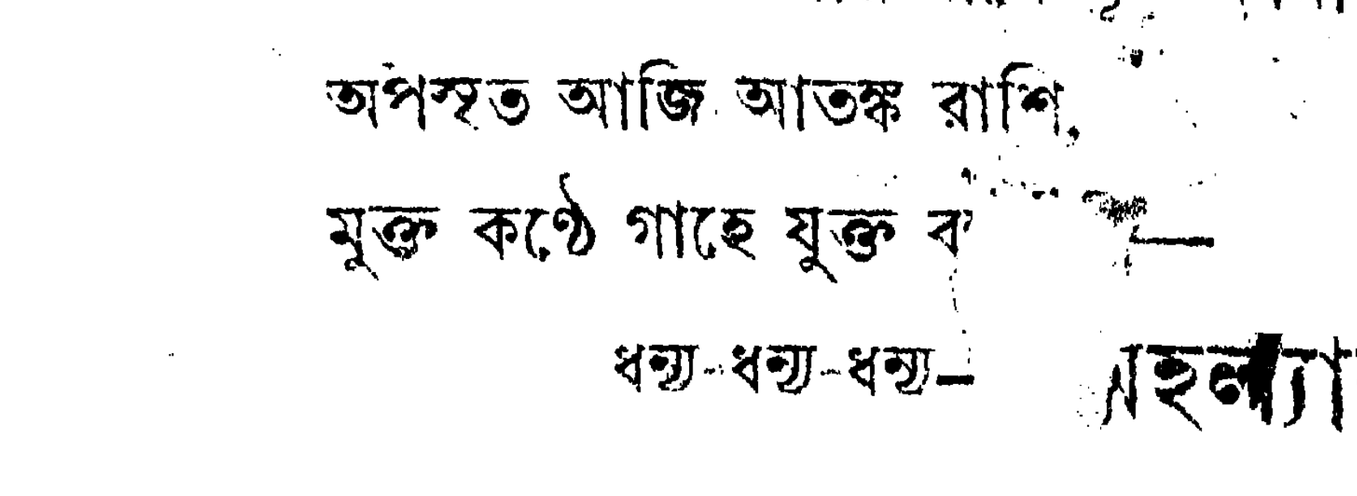

বাগবাজার লাইব্রেরী
ডাক
সংখ্যা
গ্রহণের তারিখ